জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী

পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা নিয়ে প্রশাসনিক জনসভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। হবে একগুচ্ছ উন্নয়ন-প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস। উপস্থিত থাকবেন দুই জেলার সমস্ত জনপ্রতিনিধি-সহ নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তারা

দক্ষিণে হাওয়া বদল

দক্ষিণে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। নিম্নচাপ সরে গেলেও সক্রিয় হচ্ছে অক্ষরেখা। আপাতত বৃষ্টি কমলেও সপ্তাহ শেষে ফের ভারী বর্ষণ। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে

গাজায় ইজরায়েলি হানায় মৃত্যু হল ৫ সাংবাদিক-সহ ২০ জনের

শ্রমশ্রী প্রকল্প: আবেদন খতিয়ে দেখতে বিশেষ নির্দেশ জেলাকে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৯৩ ● ২৬ অগাস্ট, ২০২৫ ● ৯ ভাদ্র ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 93 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 26 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সিবিআই-ইডি-আইটির চক্রান্ত

ভোটের গন্ধ পেতেই ষড়যন্ত্র শুরু কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী ফিরে যেতেই চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র শুরু বিজেপির। ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স সব এজেন্সিকে মাঠে নামিয়ে সেই পুরনো খেলায় নেমে পড়েছে বিজেপি। ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে যা আরও তীব্র হবে। বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের। দু'দিন আগেই বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী কার্যত ভোট ভিক্ষা করে গিয়েছেন। বলেছেন, বিজেপিকে একটি ভোট অন্তত দিন। আর প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর এজেন্সিগুলি সক্রিয় হবে না তা কি হয়! স্বাভাবিকভাবেই উপরওয়ালার নির্দেশ পেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। দু'দিন আগে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে ইডি চার্জশিট দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে কোর্টে। শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের সিঁথির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। আর সোমবার জীবনকৃষ্ণর বাড়িতে। চেনা ছক। তৃণমূলকে দুর্বল করতে বিজেপির শেষ ভরসা এই ইজেন্সি। ভোট যত কাছে আসবে, তত এদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। কারণ, এ-রাজ্যে বিজেপির কোনও সংগঠন নেই। শাখা সংগঠন নেই। বুথ সংগঠন নেই। বিজেপি ডাহা ফেল করে তৃণমূলের কাছে টানা হারছে। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর নির্বাচনে আগে বঙ্গ বিজেপিকে অক্সিজেন জোগাতে, এজেন্সি আক্রমণ বা এজেন্সি রাজনীতি যে বিজেপি করবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এসবে আগেও কোনওদিন ভয় পায়নি। ভবিষ্যতেও পাবে না। সাফ বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু যতই এজেন্সি দিয়ে (এরপর ৬ পাতায়)

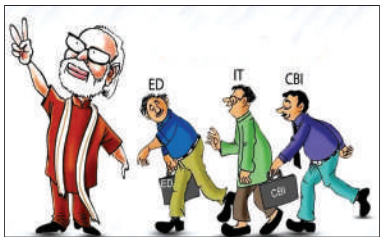

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

চেহারা

তোমার বুদ্ধি অশ্বডিম্ব
তোমার মূর্তি তুর্কমান,
তোমার ছায়ায় হৃদয় বিকল
যন্ত্রী তুমি নও বলীয়ান।
তোমার কেশে কেশাগ্র ব্যাকুল
তোমার মেঘে ব্যগ্র আকুল,
তুমি আষ্টেপৃষ্ঠে অধরা
এটাই তোমার চেহারা।

আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্নে।

আদিবাসী উন্নয়ন আরও প্রসারিত হবে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সোমবার আদিবাসী উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ ট্রাইবস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠক হল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫ জন সদস্যের বৈঠকে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় উঠে আসে। রাজনৈতিক সৌজন্য দেখিয়ে মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, ফোনেও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু বিজেপি তাদের সংকীর্ণ রাজনীতির মধ্যেই নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার প্রতিটি আদিবাসী মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এদিনের বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগের সুরে বলেন, বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এটা বরদাস্ত করা হবে না। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার অভিযোগ, এসসি ওসটি তালিকায় এসটি নন এমন ব্যক্তিদের নাম ঢুকে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অভিযোগ তাঁর কাছেও এসেছে। সকলকে কঠোর হাতে এটা রুখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই ক্ষোভ দেখান অলচিকি পরীক্ষা নিয়ে। তাঁর প্রশ্ন, প্রশ্নপত্র অলচিকি ভাষায় কেন দেওয়া হয়নি? (এরপর ১২ পাতায়)

মুম্বইয়ে আক্রান্তের মৃত্যু

প্রতিবেদন : মুম্বইয়ে মীরা গার্ডেনে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডল। কলকাতায় তাঁকে গণমঞ্চের সভাতেও দেখা গিয়েছিল। এরপরই ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রবিবার মৃত্যু হয়। পাশে ছিল গণমঞ্চ। (বিস্তারিত ৬ পাতায়)

কোর্টের পর পর ৩ সিদ্ধান্ত, ব্যাকফুটে বিরোধীরা

মিলল না অনুদানে স্থগিতাদেশ

প্রতিবেদন : রাম-বামের মুখ পুড়ল হাইকোর্টে। এদের চাহিদামতো দুর্গাপুজোর অনুদানের ওপর কোনওরকম স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। এই বিষয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে সোমবার রাজ্যের কাছে হলফনামা চেয়েছে কোর্ট। আইনজীবী অর্ককুমার নাগ বলেন, পুজোর অনুদান প্রক্রিয়ার সাংবিধানিকতা নিয়ে মামলা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলে দিয়েছে এটা সাংবিধানিক। অনুদান বন্ধ করা সম্ভব নয়, আইনিভাবে অনুদান প্রক্রিয়ার সাংবিধানিকতার ওপরে সিলমোহর আছে। তাই অনুদান বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভবনা নেই। এই মামলার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদান ঘোষণা করলে বাম-বিজেপি সেই অনুদান ঠেকাতে আদালতে দৌড়য়। অথচ পুজো উৎসবকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতেই এই অনুদান দেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা (এরপর ১২ পাতায়)

সিবিআই মানেই তো গ্যালারি শো : কোর্ট

প্রতিবেদন : ফের হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে সরাসরি 'গ্যালারি শো' বলে তুলোধোনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। খেজুরিতে জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআইকে তদন্তভার দিল না উচ্চ আদালত। সোমবার সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, এই মামলা এখনও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার মতো পর্যায়ে নেই। সিবিআই ইজ জাস্ট এ গ্যালারি শো নাউ! পরে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। খেজুরিতে জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মৃতের পরিবার। কিন্তু এদিন সেই (এরপর ১২ পাতায়)

দাগি ও অযোগ্য নন প্রমাণ দিলে বিবেচনা

প্রতিবেদন : এসএসসি মামলায় দাগি ও অযোগ্য নন বলে কেউ দাবি করলে এবং সপক্ষে প্রমাণ দিলে তা বিবেচনা করবে হাইকোর্ট। সোমবার এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত এক মামলা খারিজ করে এমনটাই জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেইসঙ্গে নির্দেশ, হাইকোর্টই বিষয়টি বিবেচনা করবে। ২০১৬-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সোনালি দাস নামে এক চাকরিপ্রার্থী নিয়োগ পেয়েছিলেন। পরে সিবিআই ৯৫২ জনের ওএমআর শিট উদ্ধার করে। এজেন্সির দাবি ছিল, এঁদের সকলের নিয়োগ বেআইনি। এই তালিকায় সোনালি রয়েছেন। সোনালির দাবি, পরীক্ষার সময় তাঁকে 'অ্যানসার কি' দেওয়া হয়েছিল। দেখা যায় তিনি সেখানে (এরপর ১২ পাতায়)

বিজেপিকে ই-স্কোয়ার তোপ অভিষেকের

প্রতিবেদন : ফের বিজেপিকে গণতন্ত্রের পাঠ পড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলোধোনা করলেন বিজেপির ই-স্কোয়ার নীতির। সোমবার একটি ভিডিও বার্তায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, বিজেপি আসলে ই-২ নীতি চালায়! এদের কাজ হল নির্বাচন কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে ভোটারদের অধিকার

নির্বাচনী মামলায় হলফনামা পেশ করতে হাইকোর্টে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

হরণ করা। যদি প্রথম 'ই' যদি ব্যর্থ হয়, তখন দ্বিতীয় 'ই' অর্থাৎ ইডি-কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। সেইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, সংবিধান সংশোধনী বিল আসলে দুর্নীতি দূর করার জন্য নয়, এটি আসলে বিরোধীদের নির্মূল করার একটি প্রচেষ্টা। এটা আর যাই হোক, (এরপর ১২ পাতায়)

নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

26 August, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৪

রডা কোম্পানির অস্ত্র সুকৌশলে লোপাট করেন বাংলার বিপ্লবীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহকে কাজে লাগিয়ে ভারতের বুকে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এই অস্ত্র লুঠের পরিকল্পনা করেন তাঁরা। লুঠ করা সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৫০টি জার্মান মাউজার পিস্তল। এই পিস্তলগুলিতে বাঁট লাগিয়ে রাইফেলের মতো ব্যবহার করা যেত। 'মাউজার' পিস্তল লোপাট হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকেরা চিন্তিত হয়ে ওঠে। সেদিনের সেই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দেন শ্রীশচন্দ্র পাল, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস দত্ত প্রমুখ। এদিনের লুঠ-করা অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাজে ব্যবহৃত হয়। বুড়িবালামের যুদ্ধে বাঘাযতীনও তা ব্যবহার করেন।

১৯২০

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৩) এদিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই খ্যাতনামা কৌতুক অভিনেতা ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পীর আসল নাম সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র ১২ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী দীনেন গুপ্তের সহচর ছিলেন, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় ছাত্রও ছিলেন। সিনেমায় প্রথম অভিনয় 'জাগরণ' ছবিতে। কিন্তু খ্যাতিলাভের শুরু সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি' ছবিতে অভিনয়ের সূত্রে। প্রায় তিনশোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তাঁর নামে ছবিও হয়েছে, যেমন 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'ভানু পেল লটারি'। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আর কোনও অভিনেতার নামে ছবি আজ অবধি হয়নি। ১৯৫৫-তে 'চাটনী' নামে একটি রসরচনার বইও লিখেছিলেন।

২০০৩

বিমল কর (১৯২১-২০০৩) এদিন প্রয়াত হন। এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের প্রথম ছোট গল্প 'অম্বিকানাথের মৃত্যু' 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রয়েছে 'খড়কুটো', 'পূর্ণ অপূর্ণ' প্রভৃতি। 'অসময়' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। এ ছাড়া পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র পুরস্কার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ পুরস্কার, এবং দু'বার আনন্দ পুরস্কার। তাঁর 'বালিকা বধূ', 'যদুবংশ' প্রভৃতি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়ে সাড়া ফেলেছিল। ১৯৫৪-১৯৮২ 'দেশ' পত্রিকার বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বও সামলেছেন।

১৯১০ মাদার টেরিজা (১৯১০-১৯৯৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে আলবেনিয়ান হলেও কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন আদ্যন্ত ভারতীয়। এখানেই তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় মানবসেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। নীল পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি পরিহিত এই সংগঠনের খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীরা আর্ত দুঃস্থ অসুস্থ সহায়সম্বলহীন মানুষদের আশাভরসার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯৭৯-তে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। পেয়েছেন পদ্মশ্রী উপাধি এবং ভারতরত্ন। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে পেয়েছেন বহু পুরস্কার ও সম্মান। তাঁর জন্মশতবর্ষে ভারত সরকার তাঁর স্মরণে একটি পাঁচ টাকার মুদ্রা বাজারে আনেন। মুদ্রার মূল্য পাঁচ টাকা হওয়ার কারণ ওই সামান্য অর্থ সম্বল করে তিনি ভারতের মাটিতে পা রেখেছিলেন। ২০০৬ সালে ক্যাথলিক খ্রিস্টান দুনিয়ায় তিনি সন্তের সম্মান লাভ করেন।

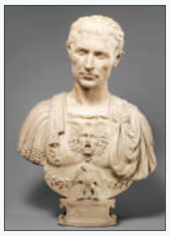

৫৫ খ্রিঃ পূঃ

জুলিয়াস সিজারের (১০০-৪৪ খ্রিঃ পূঃ) নেতৃত্বে এদিন রোমানরা পা রাখল ব্রিটেনের মাটিতে। তীরে নামার সময় ব্রিটেন দ্বীপের অধিবাসীদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় সিজারের নৌ-সেনারা। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস লিখেছেন, সিজার ব্রিটেনের শাসনভার গ্রহণ করেননি, বরং বলা যেতে পারে, তিনি সেদিন ব্রিটেন আবিষ্কার করেছিলেন।

১৯৩৪

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এদিন লখনউতে প্রয়াত হন। গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তাঁর রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম, ভক্তি ও প্রেম। বলা হয়, 'বেদনা অতুলপ্রসাদের গানের প্রধান অবলম্বন'।

১৯২০

আমেরিকায় মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হল। উনিশতম সংবিধান সংশোধনীর সুবাদে এদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা নাগরিকরা ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করলেন। ১৮৬৯ থেকে এর জন্য লড়াই করে আসছিলেন তাঁরা।

পার্টির কর্মসূচি

শ্রীরামপুর পুরসভার অন্তর্গত ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫১, ১৫২ এবং ১৫৩ নম্বর বুথে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, উপ-পুরপ্রধান উত্তম নাগ, সিআইসি সদস্য তথা শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষকুমার সিং এবং ওয়ার্ড সভাপতি অরুণ মুখোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৫

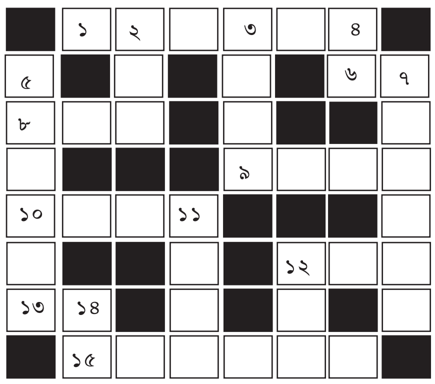

পাশাপাশি : ১. বেআইন জটলা ৬. খারিজ, বাতিল ৮. ভ্রমর ৯. দূতী, কুটনি ১০. সহাস্য বদন ১২. দ্রাক্ষা ১৩. প্রণাম, সালাম ১৫. শিব।

উপর-নিচ : ২. হুঁকো রাখার আধারবিশেষ ৩. জলাতঙ্ক ৪. সুস্বাদু, রস ৫. হে রাম-এর মুখ্যাভিনেতা ৭. হঠাৎ ব্যয় ১১. বারকোশের ঢাকনা ১২. বিহ্বলতা, ভাবাবেগ ১৪. শীর্ষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৪ : পাশাপাশি : ২. আলোকচিত্র ৫. মিতব্যয় ৬. তলব ৭. লবেজান ৯. অসিধারা ১২. বেহাল ১৩. সর্বশুচি ১৪. ভারতমাতা। **উপর-নিচ :** ১. কৃমিশৈল ২. আয়তন ৩. কমবয়সি ৪. ত্রপিত ৮. জাতবেজাত ৯. অলসতা ১০. রাংচিতা ১১. প্রতিভা।

২৫ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৭১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৫১	৮৭.০৬
ইউরো	১০৩.৮৭	১০১.৯২
পাউন্ড	১১৯.২৪	১১৭.৭৬

নজরকাড়া ইনস্টা

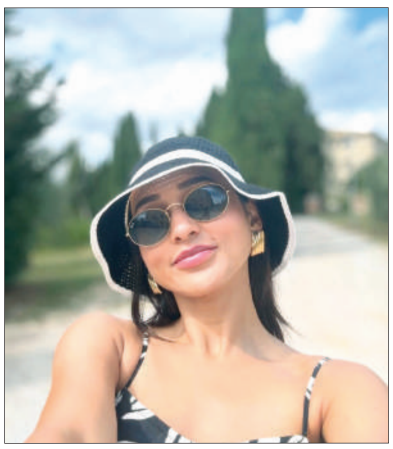

■ মিমি চক্রবর্তী

■ শাহিদ কাপুর

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

26 August, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৬ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

ভাড়াটিয়া গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার বাড়ির মালিক। মহেশতলার চকমির এলাকায়। রবিবার রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বাড়ির মালিককে। ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজত

গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ■ শিলান্যাস ■ পরিষেবা প্রদান

আজ বর্ধমানে সভা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প-শিলান্যাস এবং উপভোক্তাদের সরকারি পরিষেবা তুলে দিতে আগামিকাল, মঙ্গলবার বর্ধমানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের মাঠ। সেজে উঠেছে বীরহাটা সময়স্তম্ভ ও ঐতিহাসিক কার্জন গেট। সরকারি প্রকল্পের ব্যানার, ফেস্টুনে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সমগ্র জি টি রোড। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দুপুর দুটো নাগাদ সভাস্থলে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের প্রদান করবেন। এছাড়াও দুই জেলা মিলিয়ে প্রায় শতাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

এই সভাস্থল থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত নতুন প্রকল্প 'শ্রমশ্রী'রও আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে পারেন। এছাড়াও এই সভা থেকেই বহুচর্চিত ও জেলার মানুষের বহুদিনের দাবি শিল্পসেতুর শিলান্যাস, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের নতুন ক্যাথ ল্যাবের উদ্বোধন করতে পারেন। এছাড়াও জেলার প্রায় এক হাজারেরও উপরের ভূমিহীন পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে শারদোৎসবের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর ঘিরে জেলাবাসীর প্রত্যাশার পারদ ক্রমশ বাড়ছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরকে কেন্দ্র করে জননেত্রীকে স্বাগত জানাতে দলীয় স্তরেও শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। প্রশাসনিক সভায় জেলা, জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি জামালপুর থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট পর্যন্ত নেত্রীকে স্বাগত জানাতে ব্যানার, ফেস্টুন লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যেহেতু নেত্রী আসছেন, স্বভাবতই প্রচুর সংখ্যক কর্মী-সমর্থক রাস্তায় থাকবেন। তাঁদেরও যাতে কোনওপ্রকার অসুবিধা না হয় সেদিকেও দলীয়ভাবে নজর রাখতে এলাকাভিত্তিক নেতৃত্বদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম।

■ কলকাতা পুরসভার ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডে 'প্রত্যেকে' পরিচালিত সাউথ কলকাতা গণেশ পুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদার প্রমুখ। সোমবার।

২০২৬ পুজোর আগেই ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন

প্রতিবেদন : দীর্ঘ অপেক্ষার পর চালু হয়েছে শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড মেট্রো চলাচল। কিন্তু ২০১৯ সালে বউবাজার এলাকায় মেট্রোর ভূগর্ভস্থ টানেল নির্মাণের সময় প্রচুর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঘর ছাড়তে হয়েছিল বহু মানুষকে। এখন সেই টানেল ধরে মেট্রোর দৌড় শুরু হলেও সেই ঘরছাড়াদের কী হবে? সোমবার সেই নিয়ে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকে মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে মহানাগরিকের স্পষ্ট দাবি, ২০২৬ সালের পুজোর আগেই বউবাজারের ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দিতে হবে!

মেট্রোর টানেল নির্মাণের জন্য ৬ বছর আগে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৪৮ নং ওয়ার্ডের বউবাজার এলাকার ২৩টি বাড়ি। টুকটাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আরও ২৯টি বাড়ি। মেট্রো কর্তৃপক্ষ বাড়িগুলি তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু এবার মাটির নিচে মেট্রো চলাচল শুরু হয়ে গেলেও মাটির উপরে বাড়ি নির্মাণ ও মেরামতির কাজ এগোয়নি। কিন্তু নতুন বাড়ি তৈরি জন্য ২০২৩ সালেই নকশার অনুমোদন দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মেট্রোর উদ্বোধনে শহরে এলে বউবাজারের ক্ষতিগ্রস্তরা প্রতিবাদ জানায়।

■ মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সোমবার।

সেই ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবার কলকাতা পুরভবনে বৈঠকে বসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে, পুর-কমিশনার ধবল জৈন, কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল)-এর জিএম এ কে নন্দী-সহ অন্য আধিকারিক এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে মেয়র জানিয়েছেন, মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলেছিল ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করবে। কিন্তু পুরসভার তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০২৭ নয়, ২০২৬ সালের পুজোর আগেই সমস্ত বাড়ির কাজ শেষ করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দিতে হবে। প্রয়োজনে এতে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগও সাহায্য করবে। একইসঙ্গে, বাড়িগুলি তৈরি হওয়ার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের ১০ বছরের ধরে সেগুলিতে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে কোনও বাড়িতে কোনও সমস্যা দেখা দিলে মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই তা মেরামত করে দিতে হবে। মেট্রোর তরফেও এদিনের বৈঠককে ফলপ্রসূ বৈঠক হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ডেঙ্গি-সতর্কতায় কড়া নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। এবার ডেঙ্গি-সতর্কতায় পুজো কমিটিগুলির জন্য অ্যাডভাইসরি জারি করল কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ। নির্দেশিকা জারির পাশাপাশি মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার টালা প্রত্যয়-সহ বেশ কয়েকটি পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করবেন ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। মণ্ডপের আশপাশে যেন জল না জমে, তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিনের অ্যাডভাইসরির মাধ্যমে। অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, পুজো কমিটিগুলির পাশাপাশি সমস্ত কাউন্সিলর ও বরো ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসারদের এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেক কাউন্সিলরকে তাঁদের ওয়ার্ডের পুজোগুলিতে নজর রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

বর্ষা শেষে প্রতিবারের মতো যাতে ডেঙ্গু মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে, তার জন্য এবছর শুরু থেকেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। ডেঙ্গি রুখতে এবার পুজো মণ্ডপগুলিকেও সতর্কতামূলক নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। প্যান্ডেল তৈরির সময় বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে মণ্ডপের চারপাশ। এছাড়াও প্যান্ডেল-কাঠামোয় বাঁশের ডগায় জল জমা আটকাতে তা কাপড় অথবা বালি-মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ কতটা মানা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে মণ্ডপগুলি পরিদর্শন শুরু করছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

■ বাংলার দুগ্গা। মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়িয়াহাট থেকে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিল। ছিলেন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও।

নির্বাচনী মামলা : হাইকোর্টে হলফনামা পেশ অভিষেকের

প্রতিবেদন : নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে পাল্টা হলফনামা পেশ করলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গোহারা হওয়া বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের দায়ের করা মামলা যে ভুয়ো, তা প্রমাণেই সোমবার হলফনামা জমা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই হলফনামায় স্বাক্ষর করতে তিনি আচমকা হাজির হন কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ হাইকোর্টের এফ গেটে পৌঁছয় তাঁর কনভয়। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি ওই কমিশনারের অফিসে সই করে বেরিয়ে যান। কিন্তু অভিষেককে দেখেই অত্যুৎসাহীরা ভিড় জমান। ফলে আইনজীবীদের ছবি তোলার আবদার মিটিয়ে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গাড়িতে ওঠেন।

■ হাইকোর্টে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরপর ধাক্কা আহত আট

প্রতিবেদন : ভয়াবহ দুর্ঘটনা মানিকতলায়। সাতসকালে একটি মিনিবাস পরপর পাঁচটি গাড়িতে ধাক্কা মারল। ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭-৮ জন। আহতদের মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পলাতক চালক ও খালাসি। সোমবার সকালে বাগুইআটি-বিবাদি বাগ রুটের মিনিবাসটি ব্রিজ থেকে নামার পরই ওভারটেক করার চেষ্টা করে। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারটি বাইক ও একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। বাসের ধাক্কায় গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার কারণে বাসের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রীরাও আটকে পড়েন। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়ায় বাসের যাত্রীদের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

26 August, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখ লুকোনোর জায়গা

চেনা ছকে বিজেপির আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভোট আসছে। ৯-১০ মাস পরে মানুষ তাঁদের রায়দান করবেন। তাই বিজেপি সক্রিয়। ভোট এলেই তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিজেপির হয়ে মাঠে নেমে পড়ে শাখা সংগঠনগুলো। সিবিআই, ইডি, আইটি। এরাই এখন বিজেপির বিশ্বস্ত বন্ধু। বিজেপির ধারণা, এদের ব্যবহার করলে বোধহয় রাজনৈতিক লাভ হবে। কীরকম রাজনৈতিক মূর্খামি ভাবুন তো! এই চেষ্টা তো এবার প্রথম নয়, সেই ২০১৬ থেকে শুরু, চলেছে এখনও। কারণ, ২০২৬-এ বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভোট। এই ভোটগুলিতে ভরাডুবি হতে চলেছে বিজেপির। তাই নামাও এজেন্সি! শাসকদলের নেতাদের গ্রেফতার করো। লোকের কাছে দেখানোর চেষ্টা করো কী বিরাট দুর্নীতি! তারপর ভোট শেষ হয়ে গেলে জামিন হবে। কোনও দোষই প্রমাণ করতে পারবে না। এই পুরনো খেলা একসময়ে ইংরেজদের খুব প্রিয় ছিল। তাদের পথ ধরেছে বিজেপি। ভাবছে এইভাবেই বোধহয় ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। আসলে ইতিহাস পড়েনি বিজেপি। পড়বেই বা কেন? ইতিহাস পড়লেই তো নিজেদের পূর্বজদের কালো কারনামা প্রকাশ্যে চলে আসবে। তাই ইতিহাস-বিমুখ বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, শেষের সে-দিন আসন্ন। মুখ লুকোনোর জায়গা বেছে রেখেছেন তো!

e-mail থেকে চিঠি

শ্রমিক-স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন

ফাঁকা আওয়াজ নয়। একটা ছোট্ট কিন্তু সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান। রাজ্য সরকারের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় জলপাইগুড়ি জেলায় নাম নথিভুক্ত করেছে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার অসংগঠিত শ্রমিক। এর মধ্যে প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার জন। প্রকল্পের বেনিফিট হিসেবে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় এখনও পর্যন্ত ৭৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে নির্মাণ শ্রমিকদের পাশাপাশি পরিবহণ শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করণে জোর দিয়েছে শ্রম দপ্তর। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষের বেশি পরিবহণ শ্রমিক ওই প্রকল্পে নাম লিখিয়েছেন। এর মধ্যে ৯১ হাজার ১৮৫ জন পরিবহণ শ্রমিককে ১০৫ কোটিরও বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রাজ্যে ৭২৬৬ জন পরিবহণ শ্রমিক এই প্রকল্পে পেনশন পাচ্ছেন। যার মোট অর্থের পরিমাণ ৫৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এই তথ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে বাংলায় এখন মা-মাটি-মানুষের সরকার, যে সরকার প্রকৃত অর্থে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার। প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ সেই সরকার উপেক্ষা অবজ্ঞা করে না।

— **সুনীল চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি**

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বৈপ্লবিক সাফল্য

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে মালদহ জেলায় ব্যাপক সাফল্য খারিফ মরশুমে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উপকৃত হয়েছেন জেলার লক্ষাধিক চাষি। খারিফ মরশুমে মালদহের ৬ লক্ষ ২০ হাজার ৯৩০ জন চাষি এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। চাষিদের খাতায় জমা হয়েছে ১৫১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের টাকা পেয়ে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন জেলার বহু চাষি। মালদহের চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, কালিয়াচক ও গাজোল সহ বিভিন্ন ব্লকে সম্প্রতি আমন ধানের চাষ শেষ হয়েছে। অনেকেই সার ও অন্যান্য কৃষি খরচ জোগাড় করতে ধার করেছিলেন। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের অর্থ পেয়ে তাঁরা এখন ঋণমুক্ত। চাঁচল ১ ব্লকের সন্তোষপুরের নাজমুল হক, মল্লিকপাড়ার বিউটি বেগম, সবার মুখে একটাই কথা। আগে চাষাবাদ শুরু করতে সমস্যায় পড়তাম। ফসল বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত ধার শোধ করা যেত না। সেই চিন্তা দূর করেছে কৃষকবন্ধু প্রকল্প। প্রতি বছর এই প্রকল্পের সাহায্যে অনেকটা আর্থিক সুরাহা হয়েছে। দেনা মেটানো সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পে বছরে একজন চাষিকে সর্বনিম্ন ৪ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। খারিফ ও রবি দু'টি মরশুমে দুই কিস্তিতে এই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যায়। কৃষকবন্ধু প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে চাষিদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। শস্যবিমার আওতায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।

— **উজির আলি, চাঁচল, মালদহ**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

হিসাব চাইলে হিসাব নাও
মিথ্যে কথা ছড়িও না

চিল-শকুনেরা ফের উড়ছে পুজোর আকাশে বিপর্যয় আনবে বলে। এবারও ডানা-ঝাপটানো সার। মমতামাখা স্পর্শে দুর্গাপুজোর আয়োজনে কোনও বিঘ্ন হতে দিচ্ছি না। লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

আকাশে চিল-শকুনের অভাব নেই, রাজ্যে ভাল কাজে বাগড়া দেওয়ার লোকের।

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ঘোষণা যেদিন করেছিলেন, সেদিনই বাম-বিজেপি আদালতে যাওয়ার একটা ছুতো আবিষ্কার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পড়েছি 'জুতো আবিষ্কার'-এর কথা, আর এ রাজ্যে আমরা দেখেছি এবং দেখছি ছুতো আবিষ্কারের উদ্ভাবনী পন্থা।

প্রথম যেবার মুখ্যমন্ত্রী পুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, সেবার চিল-শকুনেরা (পড়ুন রামরেড আইনজীবীরা) ছুটেছিলেন সেই অনুদান বন্ধ করার জন্য।

এবারেও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

সেটা ছিল ২০১৮। পুজো পিছু অনুদান ধার্য হয়েছিল ১০ হাজার টাকা। তাতেই 'গেল গেল' রব। নির্বাচিত সরকার নাকি ধর্মীয় পুজোয় এরকম অনুদান দিতে পারে না। পুজো আটকাতে তাই ঠুকে দেওয়া হল মামলা। আইনের আশ্রয়ে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের পথটিকে কণ্টকিত করার সুচতুর আয়োজন।

ওরা পারেনি। বিকাশ উকিল সেবারে পারেননি, এবারেও পারলেন না।

এই অনুদান যে দুর্গা পুজোর মহোৎসবকে আরও জাঁকজমক পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নয়, পুজো অর্থনীতিকে অক্সিজেন জোগানোর দিশায় সুচিন্তিত পদক্ষেপ, এটা সেদিন লাল পার্টির মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু তাই বলে, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পার্টির তরফে 'মার্কসীয় সাহিত্য' বিক্রির স্টল দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিরুৎসাহিতা দেখা যায়নি।

এই অনুদানের গুরুত্ব পুরো মাত্রায় বোঝা গিয়েছিল কোভিড কালে। সেসময় বহু পুজো অর্থাভাবে বন্ধ হতে বসেছিল। ওই অনুদান সেই পুজোগুলোকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

কী আসত-যেত পুজো বন্ধ হলে?

বাংলার উৎসবপ্রাণতা একটা বিরাট ধাক্কা খেত। সেই সঙ্গে বিপর্যস্ত হত বাংলার অর্থনীতি। যে অর্থনীতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেন্দ্রিক। যে অর্থনীতিতে বাঁচে মরে বাংলার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। যে অর্থনীতি বাঁচিয়ে রাখে মৃৎ শিল্পীর শৈল্পিক প্রচেষ্টাকে, আলোক শিল্পীর কুটিরের আলোটুকু, তাঁদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার তাগিদ, ঢাকিদের পরিবারগুলোতে জীবনের বোল। অর্থনীতিতে একটা চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্ব মেনেই পুজো কমিটিকে দেওয়া টাকা তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় না। ছড়িয়ে পড়ে সমাজের এই স্তরগুলোতেও। কোভিডে এঁরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এবং কেউ তাঁদের চোখের জলের হিসাব নিতে আগ্রহ দেখাননি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছিলেন। তাঁর মমতা স্পর্শে উজ্জীবিত গিয়েছিল বাংলার উৎসবপ্রাণতা এবং নিচুতলার অর্থনীতি।

এর গুরুত্ব এখন টের পাচ্ছেন বলেই সেদিন যাঁরা মামলা ঠুকতে আগ্রহী ছিলেন, আজ তাঁদেরই একাংশ ব্যস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজো অনুদানের প্যাকেজ টুকতে। মহারাষ্ট্রে ডবল ইঞ্জিন সরকার। তারা এবার গণেশ পুজোয় অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। যারা একদিন রুখতে তৎপর ছিল, তারাই এখন, কী আশ্চর্য! টুকতে আগ্রহী। বিকাশ উকিল আর তাঁর শাকরেদ এতসব বুঝেও বোঝেন না। তাই এবছরের মতো ২০২২-এও এই বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়।

সেবার দুটি ইস্যু আদালতে তুলে ধরেন ওঁরা। এক, এরকম আর্থিক অনুদান বিলানোর কোনও আইনি বৈধতা নেই। এবং দুই, কোর্টের গাইড লাইন না মেনেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কাজটি করছে।

সেবারও ধোপে টেকেনি ওসব কথা।

সেবার প্রায় ৪০ হাজার পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা করে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কোভিডের কারণে সেবার পুজো কমিটিগুলো যথেষ্ট বিজ্ঞাপন বা চাহিদা অনুযায়ী স্পনসর পায়নি। রাজ্য সরকারের অনুদানই তাদের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ায়। সেবার অনুদানের ৭৫ শতাংশ কমিটিগুলোকে ব্যয় করতে বলা হয় কোভিডের টিকাকরণের কাজে আর বাকি অংশ ব্যয়িত হয় পুলিশের সঙ্গে জনগণের মেলবন্ধন রচনার কাজে।

সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার দুর্গাপুজোগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতার যে পথ দেখিয়েছিলেন, সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এবারেও প্রতিশ্রুতি রেখেছেন বাংলার 'দিদি'। সরকারের তরফে এবার শারদোৎসবের অনুদানের পরিমাণ পেরিয়ে গেছে লাখ টাকা। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, এবছর সমস্ত পুজো কমিটিকে সরকারের তরফে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আগের বছরের তুলনায় ২৫ হাজার টাকা বাড়ানো হল এই অঙ্ক। তাঁর এই ঘোষণায় স্বভাবতই খুশি পুজো উদ্যোক্তারা। সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ খরচ ৮০ শতাংশ কমবে। ফায়ার লাইসেন্স ও যাবতীয় সরকারি ফি মকুব করা হয়েছে। ২০২৪ সালে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এরপর সরকারি অনুদানের পরিমাণ লাখ টাকা করে দেবেন। সেইমতো উদ্যোক্তারাও আশায় ছিলেন। সেই আশা পূরণে কার্পণ্য করেননি জননেত্রী।

আর এবারও পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো, রামরেড আইনজীবীরা নেমে পড়েছিলেন অনুদান আটকাতে।

তাঁদের তৎপরতা বেদনার্ত করেছিল জননেত্রীকে। তিনি সখেদে বলেছেন, 'আমি যে পুজোয় টাকা দিই, তা নিয়েও ওদের (বিরোধী) আপত্তি। এটা নিয়ে মামলা করেছিল। আরে পুজোয় আমরা সবাই আনন্দ করি। একটু টাকা দিলে যদি ওদের পুজোটা আরেকটু ভাল হয়, তাহলে ক্ষতিটা কী? একদিকে বলবে, আমি নাকি বাংলায় দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজো করতে দিই না। আবার আমি পুজোয় অনুদান দিলেও আপত্তি করবে।'

এই অনুযোগের কারণ, ২০১৯-এর দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে ২৫,০০০ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করে রাজ্য। ২০২০ সালে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সেই অনুদানের পরিমাণ বেড়ে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২০২০ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। এবার অনুদান বেড়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এবারও মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মামলা দায়ের করেন দুর্গাপুরের বাসিন্দা জনৈক সৌরভ দত্ত। গত কয়েক বছর সেই পুরনো মামলাতেই নতুন আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। যদিও সে মামলা আদালতে ধোপে টেকেনি।

তবে পুরোনো ছেঁদো যুক্তির পাশাপাশি এবার ফের বাম বিজেপি জনমানসে একটা ধারণা গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

এই অনুদানের অর্থে জনগণের কোনও উপকার হয়না, আর এই টাকার বেহিসাবি খরচ আপত্তিকর। উপযুক্ত জায়গায় খরচ না করে জনগণের টাকা পুজো কমিটিগুলিকে বিলিয়ে দিচ্ছে সরকার।

যাঁরা হিসাব নিতে চাইছেন এবং না জেনেশুনে অযথা বিভ্রান্তি তৈরিতে নেমেছেন, তাঁদের বলি, কান পরিষ্কার করে সত্যিটুকু শুনে নিন, জানা না থাকলে জেনে নিন।

অনুদানের টাকা জনগণের স্বার্থেই ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পুলিশ ওই টাকা খরচ করছে। এ ছাড়া কোভিড পরিস্থিতিতে বেশ কিছু বিধিনিষেধের জন্য খরচ করা হয়েছিল। আর যারা হিসাব নিকাশের কথা তুলছেন, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, অধিকাংশ পুজো কমিটি পুজো শেষে আয় ব্যয় সংক্রান্ত খতিয়ান তৈরি করে। নিজেদের পুজো সুভ্যানিরের পাশাপাশি সরকারকেও তারা সেটা নিয়ম করে জানায়। বিষয়টা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে আদালতে রাজ্যের সওয়ালে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মার্চ মাসে আদালতকে জানানো হয়েছিল, ৫০০টির বেশি পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬টি বাদে বাকি সব পুজো কমিটি ওই শংসাপত্র জমা দিয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আদালতের অনুদান বন্ধের নির্দেশ দানের প্রশ্নই নেই। আদালত তাদের পর্যবেক্ষণে হিসাব সংক্রান্ত প্রশ্নটা তুলেছেন মাত্র। তদতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু চিল শকুনদের হতাশ আস্ফালনগুলো কী করবে?

সুতরাং তারা নেমে পড়েছে অপপ্রচারের আড়াল আঁকড়ে।

ডাক্তারের স্টিকার লাগানো গাড়িতে গাঁজা পাচার। পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার প্রায় ১৭০ কেজি গাঁজা। বারুইপুর আমতলা রোডের টংতলা এলাকার ঘটনা। চালক-সহ ধৃত পাঁচ। কিছু নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে

খাদ্যসাথী প্রকল্পে রেশন মিলবে আধার ছাড়াও, নির্দেশ রাজ্যের

প্রতিবেদন : আধার কার্ড না-থাকা বা বায়োমেট্রিক যাচাই না-হওয়ার কারণে কোনও বৈধ রেশন গ্রাহককে খাদ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাজ্যের খাদ্য দফতর এ-বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে। বিভাগীয় প্রধান সচিব পারভেজ আমেদ সিদ্দিকি এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়েছেন।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৩১ অগাস্টের মধ্যে প্রত্যেক জেলাশাসককে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেখানে উল্লেখ করতে হবে— আধারের কারণে খাদ্যসাথী প্রকল্প থেকে কতগুলি পরিবার বঞ্চিত হয়েছে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন অভিযোগ জেলাস্তরে মেটানো

যায়নি। বঞ্চনার জন্য কোনও রেশন ডিলার বা খাদ্য দফতরের অফিসার দায়ী হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্য দফতর রাজ্যে জাতীয় ও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮ কোটি ৯০ লক্ষ গ্রাহক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশের আধার সংযুক্তিকরণ ও ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ হয়েছে। তবুও কিছু পরিবার আধারের অজুহাতে এখনও রেশন পাচ্ছেন না। চিঠির শুরুতেই খাদ্যসচিব সেই তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছেন, কোনও বৈধ ও দুঃস্থ পরিবারকে আর বঞ্চিত হতে দেওয়া যাবে না।

খাদ্যসচিবের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই সমস্যার সমাধানে রেশন ডিলার, জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন ও খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। আধার-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে কোনও গ্রাহক যাতে রেশন থেকে বঞ্চিত না-হন, তা নিশ্চিত করতেই সরকারের এই কঠোর পদক্ষেপ।

পুজোর আগে কালোবাজারি রুখতে বাজারে টাস্কফোর্সের নজরদারি শুরু

প্রতিবেদন : উৎসবের মরশুমে কালোবাজারি রুখতে বাজারে নজরদারি শুরু করল টাস্কফোর্স। উৎসবের মরশুমে বাজারে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে যাতে বিক্রেতারা অতিরিক্ত মুনাফা না তুলতে পারেন, কালোবাজারি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে না দেন— সেই লক্ষ্যেই বিশেষ টাস্কফোর্সকে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। সেইমতো দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বাজারে বিশেষ টাস্কফোর্স নজরদারি চালিয়েছে। সঙ্গে ছিলেন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিক ও কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিরা।

এদিন সকাল থেকে গড়িয়াহাট, ঢাকুরিয়া, হাজরা, যাদবপুর-সহ একাধিক বাজারে টাস্কফোর্সের উপস্থিতি নজরে পড়ে। দোকান থেকে দোকানে গিয়ে আধিকারিকরা শুধু পণ্যের দামই যাচাই করেননি, পাশাপাশি খতিয়ে দেখেছেন খাদ্যদ্রব্যের মান, পণ্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদ ফুরোনোর তারিখ উল্লেখ রয়েছে কি না, ন্যায্য দামে জিনিস বিক্রি হচ্ছে কি না, ইত্যাদি। কোথাও অসঙ্গতি ধরা পড়লে বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে জানান, কয়েকটি দোকানে গরম মশলার দাম নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক

■ নিউমার্কেটে পুজোর কেনাকাটার ভিড়।

বেশি নেওয়া হচ্ছিল। মাছ-মাংসের ওজনেও অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। সেই সব বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই ধরনের তল্লাশি ও নজরদারি উৎসবের মরশুম জুড়েই চলবে। টাস্কফোর্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজারে পণ্যের সরবরাহে কোথাও ঘাটতি রয়েছে কি না বা কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে কি না, সেদিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে নজর রাখা হচ্ছে। পুজোর আগে বাজারদর কিছুটা চড়া হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও তার সুযোগ নিয়ে সাধারণ ক্রেতাদের ঠকানো বা কালোবাজারি একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না।

ফল প্রকাশ প্রেসিডেন্সির এগিয়ে মেয়েরা

প্রতিবেদন : ওবিসি জট কাটতেই সোমবার সকালে প্রকাশিত হল প্রেসিডেন্সির স্নাতক স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে সকাল থেকেই ফল দেখা যাচ্ছে। ফল প্রকাশের পর দেখা গেল ৯৯.১৭ শতাংশ প্রার্থী পাশ করেছে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫২৬২ জন। ৫১৭০ জন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং ৯২ জন পড়ুয়া ভিনরাজ্যের। এই বছরের পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাশের হার বেশি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেয়েদের পাশের হার ৯৯.৫৩ শতাংশ এবং ছেলেদের পাশের হার ৯৮.৮১ শতাংশ। মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট প্রকাশিত হবে কাউন্সেলিংয়ের সময়সূচি। বিশ্ববিদ্যালয় সময়সূচি প্রকাশ করলেই শুরু হবে ভর্তি।

প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খুলে যাবে কর্মসংস্থান তৈরির পথ

শিক্ষায় নতুন দিগন্তের সূচনা দার্জিলিং পাহাড়ে

প্রতিবেদন : চলতি সপ্তাহেই নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়ে। প্রথমবারের জন্য পাহাড় পাচ্ছে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তাকদায় পথ চলা শুরু করছে দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। এর ফলে উত্তরবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শিক্ষা দফতর ও ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরের উদ্যোগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজটির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে ওড়িশা

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ট্রাস্ট। ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি প্রকল্পের অংশ হিসাবে এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা করেছে। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন অনুমোদিত এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির আওতাধীন এই প্রতিষ্ঠানটি কার্যত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম টেকনিক্যাল ডিগ্রি কলেজ হতে চলেছে, যা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে পরিচালিত হবে।

এর ফলে পাহাড়ে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন হবে, পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পথও খুলে যাবে। তাকদায় নতুন এই কলেজ শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, গোটা পাহাড়ি সমাজের জন্য উন্নয়নের এক নতুন প্রতীক হতে চলেছে।

■ 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে সফল করতে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ কেন্দ্রের বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও অন্যরা। সোমবার।

■ লেক রোড লেক ক্লাবের গণেশপুজোয় সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সোমবার।

■ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ২৮ অগাস্টের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অ্যালায়েড হেলথ কেয়ার শাখার প্রচার।

■ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় পানচিতা নাট মন্দিরে শনি ঠাকুরের মূর্তি স্থাপন। উদ্বোধনে মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বনগাঁ থানা আইসি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ।

■ আমাদের পাড়া, আমাদের শিবিরে জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদী, মহকুমা শাসক সোমা দাস, পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। সোমবার বারাসত পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বীণাপাণি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছ'দিন আগে নিখোঁজ হওয়া যুবকের খোঁজে স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি মগরা থানার পুলিশের। পঞ্চাননতলা গঙ্গার ঘাটে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী স্পিড বোট নামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। বাঁশবেড়িয়া মহাকালীতলার ঘটনা

বিজেপির মহারাষ্ট্রে হামলায় মৃত্যু হল হাবড়ার পরিযায়ী শ্রমিকের

প্রতিবেদন : বিজেপি-রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। সেই হামলায় অবশেষে মৃত্যু হল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলের। সোমবার মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াল দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে চলেছে, রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তার প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক গোলামের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি।

বিজেপির মহারাষ্ট্র সরকারের সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাংলায় ফিরে এসেছিলেন গোলাম। কিন্তু সেই অত্যাচার থেকে রেহাই পেলেন না তিনি। শেষপর্যন্ত প্রাণ গেল উত্তর ২৪ পরগনার গোলাম মণ্ডলের। বাংলায় ফিরে নিজের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা গণমঞ্চে এসে সর্বসমক্ষে বলেছিলেন তিনি। এরপর দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সদস্যরা সোমবার মৃত গোলামের গ্রামে গিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। সেখানেই সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্যর ফোনে মৃত গোলামের ছেলের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ দোলা সেন। তাঁর পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি চাকরির নির্ভরতাও দেন। যাতে সেই পরিবার কোনওভাবেই বাইরে গিয়ে কাজ না করে, সেই বার্তাও দেন। গণমঞ্চের সদস্যরা গোলামের মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রেখে অত্যাচার করা হয়। তারপরে যদি তার মৃত্যু হয়, এটা খুনেরই নামান্তর। সঙ্গীতশিল্পী সৈকত মিত্র বলেন, সেদিন আমার পাশে বসেই অত্যাচারের কথা বলেছিলেন গোলাম মণ্ডল। পাশবিক নৃশংসতার সাক্ষী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে গোলাম একজন।

পরিবারের পাশে গণমঞ্চ

গোলামের শেষযাত্রা।

শ্রমশ্রী : কড়া নজরদারি শুরু
ভুয়ো আবেদন রুখতে সতর্ক রাজ্য

প্রতিবেদন : ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত শ্রমশ্রী প্রকল্প নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করল রাজ্য সরকার। শ্রম দফতর এ-ব্যাপারে জেলা থেকে ব্লক স্তরের আধিকারিকদের কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। যাতে প্রকৃত ও উপযুক্ত প্রার্থীরাই শ্রমশ্রী প্রকল্পের সুযোগ পান সে-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক রাজ্য সরকার।

প্রকল্পের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রত্যেক আবেদনপত্রের সঙ্গে ভিনরাজ্যে কাজ করার প্রমাণপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, অনেক আবেদনকারী হয়তো প্রকৃত পরিযায়ী শ্রমিক না হয়েও ভাতা পেতে আবেদন করতে পারেন। ঠিক এই সম্ভাবনা রুখতেই প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রম দফতর জানিয়েছে, আবেদন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে ব্লক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং শ্রম দফতরের কর্মীরা সমন্বয় করে কাজ করবেন। নথিপত্র ছাড়া শুধুমাত্র 'ঘরে ফেরা' পরিচয়ের ভিত্তিতে কারও আবেদন যাতে গৃহীত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও অতিরিক্ত নথিপত্র যাচাই করা হবে। প্রসঙ্গত, শ্রমশ্রী প্রকল্পের আওতায় ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকরা আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের সুযোগ পাবেন। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাঁদের দক্ষতা উন্নয়ন, ঋণ সুবিধা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার দিকেও সাহায্য করবে সরকার। তবে, পরিযায়ী শ্রমিকের ছদ্মবেশে ভুয়ো আবেদনকারীরা সুবিধা নিলে প্রকৃত শ্রমিকরা বঞ্চিত হতে পারেন। তাই প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বজায় রাখতে এই কড়া নির্দেশ জারি করেছে শ্রম দফতর। দফতরের এক কর্তা বলেন, এই প্রকল্প মূলত তাদের জন্য, যারা বছরের পর বছর রাজ্যের বাইরে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন এবং এখন ফিরেছেন। তাঁদের জীবনধারণে নতুন ভরসা জোগাতেই শ্রমশ্রী। সেই সুযোগ যাতে কেউ অপব্যবহার না করেন, সেদিকেই নজর থাকবে।

আইটির চক্রান্ত

(প্রথম পাতার পর)

ভয় দেখানোর চেষ্টা কিংবা এজেন্সি রাজনীতি হোক না কেন, এই বাংলায় যে বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই একথা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলার মানুষ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রায় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলা তার ঘরের মেয়েকেই চায়। ২০২৬-এও তার অন্যথা হবে না। বাংলা তৃণমূলের ছিল, আছে, থাকবে।

গ্রেফতার বিধায়ক

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী চলে যেতেই এজেন্সি দিয়ে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। সোমবার ইডি গ্রেফতার করল বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে। জীবনকৃষ্ণ হাসপাতালে বলেন, পুরোটাই চক্রান্ত। রাজনীতিতে হেরে এজেন্সিকে নামিয়েছে বিজেপি।

ছাত্র সমাবেশ : সায়নীর মিছিল বাদুড়িয়ায়

সংবাদদাতা, বসিরহাট : জনপ্রিয় 'তু হিন্দু বানেগা না মুসলমান' ছবির গান গেয়ে কার্যত বিরোধীদের বিঁধলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। ২৮ আগস্টের ধর্মতলায় ছাত্র সমাবেশের প্রাক্কালে তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএলটিটিইউসি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র ও বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি শমীক রায় অধিকারী-সহ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীরা তৃণমূলের মেগা মিছিলে পা মেলালেন। এদিন বাদুড়িয়া নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে বাদুড়িয়া চৌমাথা পর্যন্ত পদযাত্রায় শামিল হন সাংসদ তথা রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। এদিন তিনি মঞ্চে আবার খেলা হওয়ার স্লোগান দেন। বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তোমরা জাতপাতের কথা বলবে। আমরা কর্মের কথা বলব। তোমরা বিভাজনের কথা বলবে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলব। ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে আবার নবান্নে হাওয়াই চটি আসবে শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি আরও বলেন, বিজেপি যেভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে তা বাংলার মানুষ রুখে দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সামাজিক প্রকল্প রয়েছে সব রাজনৈতিক দলের সদস্য তার সুবিধা পান। এখানে কোনও ভেদাভেদের জায়গা নেই। এটা সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির বাংলা।

মেগা মিছিল শেষে বাদুড়িয়ায় প্রস্তুতি সভা। ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে সমাবেশের সমর্থনে সায়নী ঘোষ-সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

নিউ টাউন ধর্ষণ ও খুনে দোষী সাব্যস্ত টোটোচালক, বুধে সাজা

প্রতিবেদন : নিউ টাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনে মূল অভিযুক্ত টোটোচালক সৌমিত্র রায়কেই দোষী সাব্যস্ত করল বারাসত পকসো আদালত। সাজা ঘোষণা হবে বুধবার। গত ৭ ফেব্রুয়ারি নিউ টাউনের জঙ্গল থেকে এক নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দ্রুত তদন্তে নেমে জানা যায়, ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় ওই নাবালিকাকে। ঘটনায় নিউ টাউনের বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পরদিনই সৌমিত্র রায় নামে এক টোটোচালককে গ্রেফতার করে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ ও নিউ টাউন থানার পুলিশ। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে রাতের রাস্তা থেকে নাবালিকাকে টোটোতে বসিয়ে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত। গ্রেফতারের ১৫ দিনের মাথায় ২৪ ফেব্রুয়ারি আদালতে চারপাতার চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। তারপর ৬ মাসের শুনানি শেষে সেই টোটোচালককেই দোষী সাব্যস্ত করল বারাসত জেলা পকসো আদালত।

সমকামিতায় বৃদ্ধকে খুন! সালকিয়ায় ধৃত অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, হাওড়া : সালকিয়া বৃদ্ধ খুনে উঠে এল সমকামিতা তত্ত্ব। সমকামিতা সম্পর্কের ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল। আর সেই কারণেই সালকিয়ায় নিজের ফ্ল্যাটেই খুন প্রৌঢ় অসীম দে (৬৩)। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ চৌধুরিকে। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। গত বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ সালকিয়া অরবিন্দ রোডের একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে খুন হন অসীম দে (৬৪) নামে এক বৃদ্ধ। তার পরের দিন পরিবারের লোকেরা গোলাবাড়ি থানায় খবর দিলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে মাস চারেক আগে ফেসবুকের মাধ্যমে অসীমবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় ধৃত প্রসেনজিৎ চৌধুরীর (৩১)। পেশায় কাপড় বিক্রেতা প্রসেনজিৎ মঙ্গলাহাট, গোবরডাঙা হাট-সহ বিভিন্ন হাটে কাপড় বিক্রি করত। দুজনের মধ্যে ভিডিও কলে কথাবার্তা চলত। অসীম দে প্রসেনজিতের বেশ কিছু আপত্তিকর ছবি তুলে রাখেন। গোপন ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হবে বলে ব্ল্যাকমেল করে প্রসেনজিৎকে নিজের ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকবার ডেকে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার একইভাবে প্রসেনজিৎকে সালকিয়ায় নিজের ফ্ল্যাটে ডেকেছিলেন অসীম। এরপর দুজনে ফ্ল্যাটে বসে মদ্যপান করে, খাবার খায়। তারপর রাগের মাথায় প্রসেনজিৎ অসীমের মাথা দেওয়ালে ঠুকে দেয়।

বিজেপির নোংরা রাজনীতি

সংবাদদাতা, বনগাঁ : ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে আধিপত্য কায়েম নিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। রাজনৈতিক স্বার্থে মতুয়া সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। ঠাকুরবাড়ির সংঘাধিপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এই নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সোমবার মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে বিজেপির কুৎসিত রাজনীতির তীব্র নিন্দা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে মতুয়া সমাজের নাগরিকদের ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তাঁরা দখলদারির রাজনীতি করতে গিয়েছে। মতুয়াদের নিরাপত্তা, সামগ্রিক উন্নয়ন বিজেপি করেনি। আজকে অন্য রাজ্যে বাংলায় কথা বলায় মতুয়াদের অত্যাচার করছে বিজেপির পুলিশ। ফলে এখানে মতুয়াদের নিয়ে বিজেপি যে নাটক করছে, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই।

'বেলা' ছবির মিউজিক লঞ্চে পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়-সহ অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সোহম চক্রবর্তী, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব বোস (রাজ্যপাল-পুত্র), সঙ্গীতশিল্পী সোমলতা আচার্য চৌধুরী-সহ অন্যরা। সোমবার সল্টলেক স্যাডেলে। —শুভেন্দু চৌধুরী

পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার ২২টি তাজা বল বোমা। কালিয়াচকের ধুরিটোলার ঘটনা। পরে বম্ব স্কোয়াড ও দমকলের উপস্থিতিতে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়

পরিচালন সমিতির নির্বাচনে ছয় আসনেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বালাবারি একরামিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিপুল জয় হল তৃণমূল কংগ্রেসের। মোট ছ'টি আসনের সবক'টিতেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ফল ঘোষণার পরই সবুজ আবিরে জয়োৎসবে মাতেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, মানুষের আস্থা ও আশীর্বাদই এই জয়ের মূল ভিত্তি। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়ায় সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশে রয়েছেন। রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, এই জয় আসলে সাধারণ মানুষের জয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়নে যেভাবে একের পর এক প্রকল্প চালু করেছেন, তার সুফল মানুষ পাচ্ছেন। তারই প্রতিফলন ঘটল এই নির্বাচনে। বালাবারি একরামিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতিতে তৃণমূলের জয় প্রমাণ করল, উন্নয়নের পক্ষে এবং বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ একজোট হয়ে তৃণমূলকে বেছে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, পরিচালন সমিতির এই জয়ের ফলে স্থানীয় মাদ্রাসার উন্নয়নমূলক কাজকর্মে আরও গতি আসবে বলে আশাবাদী এলাকার মানুষ। শিক্ষক-অভিভাবকরাও আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন কমিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ উন্নত করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে পদক্ষেপ নেবে।

■ একরামিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতিতে জয়ের পর শংসাপত্র হাতে প্রার্থীরা।

ছেলের সাক্ষী বাবার সাজা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : চোখের সামনে বাবার হাতে মাকে নৃশংস ভাবে খুন হতে দেখেছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সেই থেকে একদিনও ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আদালতে দাঁড়িয়ে বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় সে, আর তারই ভিত্তিতে স্ত্রীকে খুনের অপরাধে দুর্গেন গুয়াবর নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার শোনায় আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত। এর সঙ্গে ওই নাবালক ছেলেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পারিবারিক অশান্তির কারণে ফালাকাটা থানার দলগাঁও চা-বাগানের বাসিন্দা দুর্গেন গুয়াবর তাঁর স্ত্রী ববিতা মাঝিকে কুপিয়ে খুন করেছিল ২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে দুর্গেনকে। ওই মামলার সাজা এদিন ঘোষণা করেন বিচারক।

শিবিরে মন্ত্রী

■ রাজ্যের মানুষকে আরও দ্রুত পরিষেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগে চলছে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান। পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত মানুষ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত শিবিরে পরিষেবা প্রদান সরেজমিনে দেখলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। কী চাইছেন ফাঁসিদেওয়ার মানুষ? জানলেন মন্ত্রী। বললেন সমাধান।

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

■ নাগরাকাটায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনজন। আহত হয়েছেন প্রায় ১৭ জন। সোমবার খেরকাটা থেকে গাঠিয়া চা-বাগানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যান। সুভাষিণী মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মনীষা মাঝি (২৫), মনীষা খালকো (১৮) এবং সুন্দর মাঝি (৩৩)-এর। ১২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতালে যান নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার, আইসি কৌশিক কর্মকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, পঞ্চায়েত সদস্য লতিফুল ইসলাম ও মজুরুল হক।

হেরোইন উদ্ধার

■ মালদহের কালিয়াচকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার। প্রায় কোটি টাকার মাদক উদ্ধারে সাফল্য পেল কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই মাদক পাচারকারী। ধৃতরা কালিয়াচকের ছারকাটোলা এলাকায় একটি টোটো নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। তখনই পুলিশ আটক করে। মোট ১ কেজি ৭২০ গ্রাম হেরোইন। সোমবার ধৃতদের মালদহ জেলা আদালতে তোলা হয়।

প্রতিবাদে পথে

■ ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হল ইটাহারে। সোমবার কাপাসিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলে কয়েকশো তৃণমূলের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। পথসভায় বক্তব্য রাখেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, অঞ্চল সভাপতি হুসেন আলি, পঞ্চায়েত প্রধান সুফিয়া বিবি-সহ জনপ্রতিনিধিরা।

ফের শিলিগুড়ির সোনার দোকানে লুঠ, এবারও কি বিহার যোগ? তদন্ত

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ফের শিলিগুড়ির সোনার দোকানে চুরি। ক্রেতা সেজে ঢুকে ১০টি সোনার হার নিয়ে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী? জানা গিয়েছে, বাইকে করে এসেছিল দুই দুষ্কৃতী। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভির ফুটেজ। আগের চুরির ঘটনায় প্রত্যেকটিতেই মিলেছে বিহার যোগ। দুষ্কৃতীরা বিহার থেকে গ্রেফতার হয়েছে। এবারেও কি নেপথ্যে বিহারের গ্যাং? তদন্ত করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত জুনেও হিলকার্ট রোডে একটি বড় গয়নার দোকানে হানা দিয়েছিল ছয়-সাতজনের একটি ডাকাতদল। এদিন দোকানের সামনে বাইকে রেখে তারা দোকানে ঢোকে। প্রায় সমস্ত রকমের গয়না দেখে, দরদাম করে। তারপর আচমকা আগ্নেয়াস্ত্র বার করে সকলকে একটি জায়গায় জড়ো হতে নির্দেশ দেয় তারা। রক্ষীদের হাত-পা বেঁধে মারধরও শুরু করে ডাকাতদলটি। দোকানের কর্মীদের বন্দুকের নলের সামনে রেখে শৌচাগারের পাশে কয়েকজনের হাত বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একে গয়না ব্যাগে ঢুকিয়ে দোকানের মূল দরজায় তালা দিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতদল।

■ পুলিশের হাতে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ।

পরিযায়ী শ্রমিক-সন্তানদের সুরক্ষায় একগুচ্ছ পরিকল্পনা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: পরিযায়ী শ্রমিক-সন্তানদের সুরক্ষায় গুচ্ছ পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। সোমবার উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ায় একটি কর্মশালায় এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ শিশুসুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা যেখানে যাচ্ছেন তাঁদের বাসস্থান, পরিবেশ ঠিক না থাকলে সেই বাড়ির শিশুরাও সুরক্ষিত থাকছে না। এই কর্মশালায় ছিলেন উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী। তিনি বলেন, উত্তর দিনাজপুর জেলা শিশু সুরক্ষায় ভাল কাজ করছে। এই জেলায় ১০৯৮ একটি হেল্পলাইন চালু রয়েছে। এই নম্বরে ফোন করলেই সাহায্য মিলবে শিশুদের। জেলার এই উদ্যোগ অনুকরণীয়। কর্মশালায় ছিলেন রঞ্জন দাস, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। কর্মশালা থেকে শিশু সুরক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ রোধ, পকসো আইনের ব্যবহার, শিশু পাচার প্রতিরোধ ও শিশু অধিকার সুরক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়।

■ শিবিরে অনন্যা চক্রবর্তী, তুলিকা দাস।

পুলিশের উদ্যোগে, পুজোয় পাশে থাকবে 'পুজো বন্ধু'

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পুজোর দিনগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পাশে থাকবে পুজো বন্ধু। শিলিগুড়ি পুলিশের উদ্যোগ। পুজোয় ঠাকুর দেখতে গিয়ে যদি কেউ কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন তাদের পাশের হাজির হবেন এই বন্ধু। বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে তৈরি হবে এই দল। সোমবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুজো সংক্রান্ত বৈঠকে এমনটাই জানালেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর।

তিনি বলেন, আমরা এ-বছর শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে চালু করছি 'পুজো বন্ধু'। তিনি আরও জানান, যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই পুজো বন্ধুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যরা, পাশাপাশি সরকারের একাধিক দফতরের প্রতিনিধিরা। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ দফতর, দমকল, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বিএসএফ ও এসএসবির আধিকারিকরাও এদিন বৈঠকে যোগ দেন। এদিন শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে পুজো কমিটিগুলিকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন জানিয়ে দেওয়া হয়।

■ বৈঠকে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর-সহ আধিকারিকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
26 August, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বাংলার বাইরে ঢাকিদের হেনস্থা হলে সংসদ অচল করব : অরূপ

■ ঢাকিদের সমাবেশে বক্তা সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : 'পুজোর সময় এ রাজ্যের ঢাকিরা ঢাক বাজাতে বিভিন্ন রাজ্যে, এমনকী বিদেশেও যান। সেই ঢাকিদের বাংলাদেশি বলে গ্রেফতার করা হলে আগুন জ্বলবে। আমরা সংসদ অচল করে দেব।' আজ বাঁকুড়ায় ঢাকি সমাজের ডেপুটেশনে যোগ দিয়ে এই ভাষাতেই হুঙ্কার দিলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

ভিন রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের উপর নির্যাতনের ইস্যুতে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব তৃণমূল। এবার পুজোর মুখে সেই ইস্যুকে আরও একটু অক্সিজেন দিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ। ডোম কালচারাল বোর্ড গঠনের দাবিতে আজ বাঁকুড়ার জেলাশাসক দফতরে ডেপুটেশনের ডাক দেয় ডোম সমাজ। সেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার ঢাকি ঢাক বাজিয়ে হাজির হন। সেখানেই হাজির হয়ে কার্যত হুঙ্কার দেন অরূপ। সভামঞ্চ থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পুজোর সময় এ রাজ্য থেকে দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার ইত্যাদি রাজ্যে ঢাক বাজাতে যান। তাঁদের বাংলাদেশি বলে গ্রেফতার করা হলে আগুন জ্বলবে। আমরা সংসদ অচল করে দেব।

বন্দুক দেগে শ্যুটিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক

সংবাদদাতা, আসানসোল : কাঁধে রাইফেল তুলে নিয়ে সেটি চালিয়েই ৫৭তম ওয়েস্ট বেঙ্গল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার সূচনা করলেন আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। সোমবার আসানসোল রাইফেল ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি, আসানসোলের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার ঢল প্রমুখ। জানা গিয়েছে আসানসোল রাইফেল ক্লাবের উদ্যোগে ৫৭তম ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের প্রায় এক হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে।

দেওয়াল চাপায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, বর্ধমান : অবিরাম বৃষ্টির ফলে মাটির দেওয়াল কমজোরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বাড়ির দেওয়াল। আর সেই দেওয়ালের মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। নাম লক্ষ্মী রায় (৭০)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার কামালপুর তেলিপাড়ায়। সোমবার সকালে বাড়ির বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন বৃদ্ধা লক্ষ্মী। হঠাৎ মাটির দেওয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তার তলায় চাপা পড়ে যান লক্ষ্মী। তাঁর চিৎকারে পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন। কোনও রকমে পরিবারের লোকজন মাটির স্তূপ সরিয়ে তাঁকে বের করে আনেন। বৃদ্ধাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

শান্তাকে চিঠি

প্রতিবেদন : ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিকে ঐদিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা রয়েছে। তাই সেই দিন মিছিল ও নানান কর্মসূচির কারণে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে সমস্যা হতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে অধ্যক্ষ পরিষদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তকে ওই দিনের পরীক্ষা পেছানোর জন্য আর্জি জানিয়ে চিঠি দিল। এই চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও। এমনকি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল করও একই আবেদন জানিয়েছেন উপাচার্যকে। যদিও পরীক্ষার্থীদের সুবিধে অসুবিধের কথা না ভেবেই নিজের জেদেই অনড় রয়েছেন শান্তা দত্ত।

প্রয়াত অভিনেতা

প্রতিবেদন : প্রয়াত অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন তিনি। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিছুদিন পরেই মোহভঙ্গ হতে সরে দাঁড়ান জয়।

উত্তরপ্রদেশের যুবক, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ি ঢুকে ছাত্রীকে গুলি করে খুন

সংবাদদাতা, নদিয়া : প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ি ঢুকে ছাত্রীকে খুন করল দেবরাজ সিং নামে এক যুবক। ঘটনা কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়া এলাকা। অভিযুক্ত ২৪ বছরের দেবরাজ সিং মূলত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তার বাবা কাঁচরাপাড়ায় এনডিআরএফের কর্মী ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময়ে দেবরাজের সঙ্গে আলাপ ১৯ বছরের ঈশিতা মল্লিকের। সম্পর্ক তৈরি হলেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় ঈশিতা। এই টানাপোড়েনেই বিবাদ এবং ভরদুপুরে বাড়িতে ঢুকে গুলি করে খুন।

কৃষ্ণনগরের উইমেন্স কলেজের উল্টোদিকে প্রাক্তন সেনা জওয়ানের বাড়ি। সোমবার ছেলেকে স্কুল থেকে আনার পর গৃহকর্ত্রী কুসুম মল্লিক দেখেন এক যুবক অস্ত্র হাতে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে উমকি দেয়। ভয়ে ঢুকে পড়েন। ঢুকেই দেখেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। পড়ে রয়েছে একমাত্র মেয়ে ঈশিতার দেহ।

কাঁচরাপাড়ায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পড়ার সময়ে দেবরাজের সঙ্গে ঈশিতার সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল ঈশিতা। যোগাযোগও রাখছিল না। এতেই রাগ হয় দেবরাজের। বীজপুরের জেটিয়া কলোনিতে থাকত দেবরাজরা। বাবা কাজ করত রাজস্থানে, এনডিআরএফের কর্মী। মা-বোন দেশে থাকত। ঈশিতা সম্প্রতী ভুবনেশ্বর ল'কলেজে ভর্তি হয়। এছাড়াও ভিক্টোরিয়া কলেজেও ভর্তির চেষ্টা করছিল। পুলিশের বক্তব্য, প্রেমে প্রত্যাখাত হয়েই এই ঘটনা।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

ক্যাম্প পরিদর্শনে মন্ত্রী মানস

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সোমবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের ১২ নং বুড়াল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শন করলেন সবং বিধানসভার বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। সঙ্গে ছিলেন খড়্গপুরের মহকুমাশাসক পাতিল যোগেশ অশোক রাও, সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আবু কালাম বক্স প্রমুখ। ক্যাম্পের প্রতিটি টেবিল ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত মানুষজন এলাকার সমস্যার কথা জানাতে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন মানস।

সালানপুরে বিধায়ক বিধান

সংবাদদাতা, সালানপুর : সালানপুর ব্লকের কল্যা গ্রামপঞ্চায়েতের পাশেই চয়নপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১২ ও ১১৩ নম্বর বুথের মানুষজনকে নিয়ে হল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির। উপস্থিত ছিলেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। সঙ্গে বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান, ভোলা সিং, কৈলাসপতি মণ্ডল, বিদ্যুৎ মিশ্র, শ্রীকান্ত পাতর প্রমুখ। বুথের সমস্যাগুলি শুনে দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেন বিধান। বলেন, বুথভিত্তিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। যেখানে এলাকার ছোট ছোট উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা হবে।

পিংলায় জেলা পরিষদ সভাধিপতি

সংবাদদাতা, পিংলা : বুথ স্তরে নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির বসল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের ৫ নং মালিগ্রাম অঞ্চলের ১৮২ নং ১৮৬ নং ও ১৮৭ নং বুথ নিয়ে উত্তর কলাপুঞ্জা প্রাথমিক শিশুশিক্ষা নিকেতনে। শিবির পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, জেলা পরিষদের সদস্য শেখ সবেরাতি, বিডিও লাকপা ওয়াংচু শেরপা, ওসি চিন্ময় প্রামানিক, নিমাই সিং, কনকলতা গুছাইত জানা, মজহারুল রহমান প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

26 August, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৬ অগাস্ট ২০২৫
মঙ্গলবার

বৃষ্টিতে বেহাল রাস্তা। স্কুলে যেতে সমস্যা হচ্ছে পড়ুয়াদের। তাই গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানালেন। পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বিজুর ২ পঞ্চায়েতে বিসকোপা গ্রামে। প্রশাসন আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে

এসআইআর-এর নাম করে কারও নাম বাদ দেওয়া সহজ নয় : সুজিত

সংবাদদাতা, কাঁথি : ২০০২ সালের পর ফের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে তোলপাড় রাজনীতি। তা নিয়ে এবার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সোমবার সকাল থেকে কাঁথি মহকুমার তিনটি এলাকায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শন করেন। সেখানে আসন্ন এসআইআর ইস্যু নিয়ে সুজিত বলেন, 'এসআইআরের নাম করে যদি কেউ মনে করে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে, এত সস্তা ব্যাপার না। এ নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। বিহারেও ইতিমধ্যে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সেখানে আধার দেখতে বলা হয়েছে। এখন আবার বলা হচ্ছে জন্ম সার্টিফিকেট আনতে। যে মানুষটা বলছে সে নিজে জন্ম সার্টিফিকেট আনতে পারবে? যদি কেউ গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবে মনে করে সেটা এত সহজ নয়।' বর্তমানে বিজেপি-শাসিত একাধিক রাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা পাচ্ছেন এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকেরা। আক্রান্ত হতে হয়েছে তাঁদের। তা নিয়ে সুজিত বলেন, এখান থেকে বাইরে কাজে গিয়ে তাঁরা বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। আমরা বাংলায় কথা বলব না তো কী করব! যার যেটা মাতৃভাষা সে সেটায় কথা বলবে, এটায় কোনও অপরাধ নেই। বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি সেটা কোথায় ঠিক হল। এসব এখন নতুন নতুন পদ্ধতি দিল্লি ঠিক করে দিচ্ছে। সব সময় বাংলার ওপর একটা চক্রান্ত হচ্ছে। আমি মনে করি, কোনও চক্রান্ত ঠেকাতে পারবে না। কারণ বাংলা একটি শক্তিশালী রাজ্য। আগামী দিনে বাংলাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতৃত্ব পথ দেখাবে।

সোমবার কাঁথি মহাকুমার তিনটি ক্যাম্পে পৌঁছন সুজিত। প্রথমে রামনগর- ১ ব্লকের রামনগর রাও স্কুলের ক্যাম্পে যান। মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ এসেছেন রাস্তার জন্য, কেউ পানীয় জল। এরপর সুজিত রামনগর ২ ব্লক এলাকার বালিসাইতে একটি ক্যাম্পে গেলে এলাকার মানুষজন মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে নিজেদের অনুভূতির কথা বলেন। সবশেষে কাঁথি পুরসভার অরবিন্দ স্টেডিয়ামে শিবিরে যান মন্ত্রী। মন্ত্রীর সাথে ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, বিধায়ক অখিল গিরি, কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি প্রমুখ।

■ পাড়ায় সমাধান শিবির পরিদর্শনে মন্ত্রী সুজিত বসু, অখিল গিরি প্রমুখ।

ঝাড়গ্রামে মিলিত লড়াইয়ের অঙ্গীকার

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিসভা হল সোমবার, ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লক ও সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয় কলেজ ইউনিট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতির নির্দেশ মতো প্রতিটি জায়গায় হচ্ছে সভা। এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা দীপঙ্কর দে, সংগঠনের সদস্য স্নেহাশিস দাস, রাধামাধব পুষ্টি ও ইউনিটের অন্যরা। প্রস্তুতিসভার শেষে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য স্নেহাশিস বলেন, ইতিহাস যেমন লড়াই শিখিয়েছে, তেমনি আগামী দিনের পথ দেখাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ছাত্র ঐক্যের শক্তি গড়ে তুলতে আমরা সকলে একসঙ্গে লড়াই করছি। আগামী ২৮ অগাস্ট ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে রেকর্ড জমায়েত হতে চলেছে।

■ প্রস্তুতিসভায় দীপঙ্কর দে, স্নেহাশিস দাস প্রমুখ।

টিএমসিপি প্রতিষ্ঠাদিবস প্রস্তুতিসভা

■ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমাবেশের প্রস্তুতিতে ছাত্র নেতারা পাঁশকুড়ার বনমালী কলেজের সামনে জমায়েত হলেন। ২৮ তারিখ কলকাতার সমাবেশ সফল করতে ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানালেন।

বিডিওর বদলি

সংবাদদাতা, পটাশপুর : এবার বদল করা হল পটাশপুর-১ ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে। গত কয়েকদিন আগে পটাশপুর-১ ব্লকের বিডিও বিধানচন্দ্র বিশ্বাস ওই ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিখোঁজ থাকার অভিযোগ জমা করেছিলেন। এই ঘটনাকে নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল জেলা। সেই ঘটনার পর বিডিও বিধানচন্দ্রকে বদলি করা হল। ওই জায়গায় নতুন বিডিও হচ্ছেন সন্তু চক্রবর্তী। বিধানচন্দ্রকে কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ওএসডি পদে বদলি করা হয়েছে।

ভাইকে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ কিশোর, ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: বাড়ি থেকে ভাইকে খুঁজতে বেরিয়ে নিজেই নিখোঁজ কিশোর। আজব ঘটনার সাক্ষী থাকল ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর। অবশেষে পুলিশের সহযোগিতায় চারদিন পর নিখোঁজ তারা ফিরল ঘরে। ভাইকে খুঁজতে গিয়েছিল এক কিশোর, সেখানে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে জেরক্সের দোকানে যায়। সেখান থেকে সাইকেলে যায় ঝাড়গ্রাম স্টেশনে। সেখান থেকে সোজা ট্রেনে চেপে পাড়ি দেয় হাওড়া। হাওড়া পৌঁছেতেই দুই কিশোরকে দেখে সন্দেহ হয় টিকিট পরীক্ষকের। তাদের একজন পালিয়ে যায়। অন্যজনকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞেসাবাদের পর তাঁরা জানতে পারেন যে সে এসেছে বিনপুর থেকে। টিকিট পরীক্ষক তাঁদের টিকিট দিয়ে ঝাড়গ্রামে ফিরতে বলেন। সে ফের ভুল ট্রেনে চেপে আরামবাগের দিকে চলে যায়। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় ওই কিশোর বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নজরে আসে এক প্রাক্তন ডব্লিউবিসিএস অফিসারের। তিনি বিনপুর থানায় খবর দেন। শনিবার ওই বালকের পরিবার নিখোঁজ ডায়েরি করেছিল বিনপুর থানায়। এরপরেই ওই অফিসার তাকে নিকটবর্তী আরামবাগ আরপিএফের হাতে তুলে দেন। সেখানে যোগাযোগ করে বিনপুর থানা। পরে বিনপুর থানার পুলিশের তত্ত্বাবধানে বালকটিকে নিয়ে যাওয়া হয় আরামবাগ থানায়। এখানে গিয়ে পরিবার বালকটিকে উদ্ধার করে আনে। দুই কিশোরের নাম রামকৃষ্ণ মাহাতো (১৫) ও রামজিৎ হেমব্রম (১৬)। বিনপুর থানার পুলিশ আধিকারিক ও ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ওই দুই বালকের পরিবার।

নারায়ণগড়ে নতুন গ্রামপঞ্চায়েত অফিস

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : অবশেষে নারায়ণগড়ে নতুন গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের উদ্বোধন হয়ে গেল। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ৬ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েত প্রশাসনিকভাবে সরানোর নির্দেশ ছিল। সেই মতো নতুন গ্রামপঞ্চায়েত অফিস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে অফিস সরানো নিয়ে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সমস্ত সমস্যা মিটে অবশেষে বুধবার নতুন অফিস উদ্বোধন কর হল। নারায়ণগড়ের কসবায় পুরনো অফিস থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসে নতুন ঢোকানোর পর উদ্বোধন হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস উদ্বোধন এবং পুরনো গ্রামপঞ্চায়েত অফিস থেকে জিনিসপত্র বের করানোকে কেন্দ্র করে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে। ফিতে কেটে নতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের উদ্বোধন করেন নারায়ণগড়ের বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট। বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার জানা, স্বপনকুমার মাইতি, তুষারকান্তি বেরা, সুপর্ণা জৈন প্রমুখ।

ঝাড়গ্রামে শুরু প্রথম তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী, মেলা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামে শুরু হল প্রথম বর্ষ তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলা ২০২৫। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের উদ্যোগে, সোমবার, ঝাড়গ্রাম শহরের রবীন্দ্র পার্কে। ২০২৫। মেলা চলবে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলাশাসক সুনীলকুমার আগরওয়াল, জেলা হস্ত তাঁত আধিকারিক তপন দে, মহকুমাশাসক শুভজিৎ

গুপ্ত প্রমুখ। উদ্বোধন করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি বলেন, এই মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁতশিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি শাড়ি ও নানা সামগ্রী নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। আসন্ন দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে এই প্রদর্শনী ও মেলা জমজমাট হবে বলেও তিনি আশাপ্রকাশ করেন। একইসঙ্গে তিনি ঝাড়গ্রামের মানুষকে মেলায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
26 August, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

সমাবেশে যোগ দিতে ডুয়ার্স থেকে রেকর্ড সংখ্যক ছাত্র-যুবদের রওনা

শিলিগুড়িতে সমাবেশের আহ্বানে দেওয়াল লিখন। ডানদিকে, জলপাইগুড়ি স্টেশনে ব্যানার হাতে সদস্যরা।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ২৮ অগাস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনটি ঘিরে গোটা রাজ্য জুড়ে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ডুয়ার্সের জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের শত শত ছাত্রছাত্রী সোমবার সকাল থেকেই রওনা দিয়েছে কলকাতার উদ্দেশ্যে। প্রায় ৭০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে তারা পৌঁছবেন শহরে। সাধারণ স্টেশন থেকে টিকিট কেটে, দল বেঁধে ট্রেনে উঠছে এই যুবসমাজ। শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজসেবার মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা অংশ নিচ্ছেন এই ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি গৌরব ঘোষ বলেন, এই প্রতিষ্ঠা দিবস শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আগামী দিনের ছাত্র আন্দোলনের দিশা প্রদর্শক হবে। তৃণমূল ছাত্রনেতা কৌশিক রায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের ছাত্র সংগঠন আজ বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত চা-বাগান থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরাও আজ গর্বের সঙ্গে কলকাতার সমাবেশে যাচ্ছে। এই ঐতিহাসিক সমাবেশ প্রমাণ করবে, ছাত্র-যুব সমাজ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও লড়াইয়ের সঙ্গী।

প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে ১০০ জন যুব তৃণমূলে

যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন কৃষ্ণ কল্যাণী।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে ১০০ যুব যোগ দিলেন তৃণমূলে। সোমবার রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন প্রায় একশো জন যুবক। বিধায়ক জানান, তৃণমূল কংগ্রেস রায়গঞ্জ ব্লকের ৮ নম্বর বাহিন অঞ্চলের বারোদুয়ারী মধুপুর বুথ থেকে বিধান দাসের নেতৃত্বে প্রায় একশো জন যুবক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে বিভিন্ন পরিসেবা যেভাবে মানুষ পাচ্ছেন, দুয়ারে সরকারে যেভাবে মানুষের কাজ করা হচ্ছে তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এদের প্রত্যেককে দলে গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনের আগে এইভাবে বিভিন্ন বুথে বুথে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস দলে আসবেন বলেও জানান তিনি।

আলোচনা সভা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি দিবস উদযাপন ও সেই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকশিল্প : পরিচায়ক, প্রবহমানতা ও উদীয়মান বাস্তবতা। বক্তব্য রাখেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয়ভানু ভট্টাচার্য, সুজয়কুমার মণ্ডল প্রমুখ।

দাবি মেনে নয়া রাস্তা

শিলান্যাসে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এনজেপি ও গেট বাজার সংযোগকারী মোরবাজার জোড়াপানি নদীর উপরে থাকা ব্রিজটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষ ও ব্যবসায়ীরা নতুন ব্রিজের আবেদন জানালে, নতুন ব্রিজ তৈরিতে উদ্যোগী হয় শিলিগুড়ি পুরসভা।

১০০ দিনের বকেয়া মেটানোর দাবি বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে গো-ব্যাক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া-সহ জেলায় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন তুফানগঞ্জের বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে চললো গো ব্যাক স্লোগান। বিজেপি কর্মীদের ঘিরেও স্লোগান দিতে শুরু করেন। এলাকাবাসীরা। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বক্সিরহাট বাজার চত্বরে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গোটা ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে হুমকি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বিধায়ককে ঘিরে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে দাবি করেছে তৃণমূলের। জানা গিয়েছে, এদিন বৈঠকের আয়োজন করেছিল বিজেপির তুফানগঞ্জ ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটি। বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে সেই বৈঠকে যোগ দিতে বক্সিরহাটে আসেন বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা। অভিযোগ, সেই সময় একশো দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর দাবিতে বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু

করেন স্থানীয়রা। বিধায়ককে ঘিরে চলে গো-ব্যাক স্লোগান। তখনই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে, উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়রা বিজেপির দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় পুলিশ পরিস্থিতি সামাল। ভানুকুমারী -১ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বরেন সরকার বলেন, এই বিজেপি গোটা রাজ্যে একশো দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপিকে ঘিরে একশো দিনের কাজ চালু ও বকেয়া মেটানোর দাবি জানিয়েছেন। বিধায়ক এলাকা অশান্ত করতে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানান।

উন্নয়নে মেঠো পথ বদলে হয়েছে পাকা, খুশি বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: গ্রামের মেঠো রাস্তার খোলনলচে বদলে গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে। জানাচ্ছেন রায়গঞ্জের কুলিক বাঁধের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কুলিক সেতু থেকে মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস আব্দুলঘাটা এলাকা থেকে কর্ণজোড়া জেলা প্রশাসনিক দফতর পর্যন্ত কাজ চলছে। এক কিলোমিটার রাস্তার কাজ ইরিগেশন দফতরের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি আরও সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তার কাজ জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় চলছে জোরকদমে। বহু বছর থেকেই এই এলাকার রাস্তাটি বেহাল ছিল। এর আগে অনেক দল থেকে প্রতিশ্রুতি মিললেও একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা রেখেছেন, জানালেন এলাকার বাসিন্দা অমল মণ্ডল। তিনি জানান, ছোট থেকেই এই বাঁধ সংলগ্ন রাস্তার উপর দিয়ে চলাচলে চরম সমস্যায় পড়তেন এলাকাবাসী। ঘটত দুর্ঘটনাও। এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে নাজেহাল হত। মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাস্তার। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই এলাকায় মেডিক্যালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ে ওঠে। গুরুত্ব বাড়ে এই এলাকার। আব্দুলঘাটা এলাকা প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ, কুলিক পক্ষীনিবাস, পুরোনো জাতীয় সড়ক ঘেরা। রাস্তাটি কর্ণজোরা প্রশাসনিক ভবন চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হলে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই রাস্তার প্রথম ধাপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জোর কদমে চলছে দ্বিতীয় ধাপের কাজ। ফলে উপকৃত কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ীদের হচ্ছে উন্নতি।

পরিদর্শনে বিধায়ক

প্রায় দুমাস আগে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আলিপুরদুয়ারের শোভাগঞ্জ শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লি। যা এখনও পর্যন্ত মেরামত করা যায়নি। ফলে জেলা হাসপাতালের মর্গে জমতে শুরু করেছে বেওয়ারিশ লাশ। ইতিমধ্যেই মর্গে পড়ে রয়েছে ৩৮টি লাশ। এছাড়াও জেলা শহরের মানুষজন মৃতদেহ সৎকার করতে কাঠের চুল্লি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সোমবার দুপুরে শোভাগঞ্জ শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লি পরিদর্শন করতে যান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

বসিরহাট ব্লক ১-এ ২৮ আগস্টের প্রস্তুতি বৈঠকে বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজস্থানের পথে ট্রাক্টরে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল অন্তত আটজনের। গুরুতর আহত তিন। ৪০ জনের আহত অবস্থায় চিকিৎসা চলছে। সকলেই পুণ্যার্থী। রবিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরে।

তৃণমূলের দেখানো পথেই

জেপিসি বয়কট করছে উদ্ধবের শিবসেনাও

প্রতিবেদন: তৃণমূলের দেখানো পথে এবারে জেপিসি বয়কট করছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও। উদ্ধব সাফ জানিয়ে দিলেন, এই ধরনের জেপিসিতে কোনওভাবেই অংশ নেবে না শিবসেনা। তাঁর মন্তব্য, চরম হুমকির মুখে গণতন্ত্র। শিবসেনার প্রবীণ নেতা সঞ্জয় রাউত সোমবার দলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলে। জেপিসি বয়কটের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর অভিযোগ, গণতন্ত্রকে ধ্বংস এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দেওয়াই ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনীর আসল উদ্দেশ্য। এখন এই বিল পর্যালোচনা এবং খতিয়ে দেখার অজুহাতে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন আসলে একটা স্টান্ট বা চমক ছাড়া কিছুই নয়। উদ্ধবের শিবসেনার পাশাপাশি এবার কংগ্রেসও জেপিসিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, সংবিধান সংশোধনী বিল খতিয়ে দেখার জন্য ৩১ সদস্যের যে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করার কথা, তাতে অংশ নিতে আদৌ ইচ্ছুক নয় কংগ্রেস। লক্ষণীয়, জেপিসিতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রথম ঘোষণা করেছিল তৃণমূলই। দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছিলেন, বিজেপি জমানায় জেপিসি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এটা এখন সময় নষ্ট করার কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২০১৪-র পর থেকে প্রতিটি জেপিসিতেই বিরোধীদের মতামতকে বুলডোজ করে বিজেপি নিজেদের মতই চাপিয়ে দেয়। এরপরে সেই পথেই হাঁটে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়ে জেপিসি বয়কটের কথা জানায় তারাও। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানো সহজ নয় বুঝে এবার পিছনের দরজা দিয়ে দল ভাঙানোর চেষ্টা করতে পারে বিজেপি। বিশেষত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যেভাবে 'নীতিবোধসম্পন্ন' বিরোধী সাংসদদের সমর্থনের প্রত্যাশার কথা বলেছেন, তাতে অনেকেই মনে করছেন, বিল পাশ করাতে মরিয়া হয়ে মহারাষ্ট্রের কায়দায় দল ভাঙানোর অনৈতিক চেষ্টা করতে পারে বিজেপি। মতাদর্শগতভাবে বিজেপির একসময়কার কট্টর সমালোচক শশী থারুরের মতো কংগ্রেস সাংসদ গত কয়েক মাস ধরে প্রধানমন্ত্রীর স্তুতি গাইতে শুরু করেছেন। সেই পরিস্থিতি কংগ্রেসের জন্য উদ্বেগজনক।

বিহারে ভোট অধিকার যাত্রায় ১ সেপ্টেম্বর থাকছে তৃণমূলও

মোদি-স্মৃতির ডিগ্রি লুকনো হচ্ছে কেন, প্রশ্ন তৃণমূলের

প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী ডিগ্রি সার্বজনীন করতে চাইল না দিল্লি হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি বিশদে জানতে চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে যে আবেদন করেছিল সোমবার তা খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। একই সঙ্গে স্মৃতি ইরানি ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে দশম ও দ্বাদশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কি না, তা জানানোর আদেশও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে তীব্র সমালোচনায় সরব তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্যসভা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, তথ্যের অধিকার আইনে দেশের সকলের সব কিছু জানার অধিকার আছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে বিশ্বগুরু হিসেবে দাবি করছেন। অথচ নিজের ডিগ্রি প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না। কারও প্রথাগত শিক্ষা নাই থাকতে পারে, তা দেশবাসীকে জানাতে অসুবিধে কোথায়। প্রধানমন্ত্রী ডিগ্রি লুকানো কোনও যুক্তি নেই। রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কলেজ ডিগ্রি সরকার কেন লুকিয়ে রাখছে? উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি বিতর্ককে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই মামলা চলছিল দিল্লি হাইকোর্টে। নীরজ কুমার নামে এক আরটিআই কর্মী প্রথমে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ১৯৭৮ সালের স্নাতক স্তরের সব পড়ুয়ার নাম, রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, পাশ-ফেল-সহ সমস্ত পড়ুয়ার জানতে চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর হলফনামা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ওই বছরেই স্নাতক হয়েছিলেন তিনি। নীরজ কুমারকে তথ্য দিতে অস্বীকার করেছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানানোর পর কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কাছে আবেদন জানান নীরজ।

দক্ষিণী রাজনীতিতে চিত্রতারকাদের দাপট

মেগাস্টার থালাপাতির কঠিন চ্যালেঞ্জ তামিল ভোটের স্বপ্ন চুরমার বিজেপির

প্রতিবেদন: স্বপ্ন চুরমার বিজেপির। তামিলনাড়ুতে পা রাখার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও বোধহয় আর রইল না গেরুয়া শিবিরের। সক্রিয় রাজনীতির লড়াইতে নেমেই দক্ষিণি মেগাস্টার থালাপতি বিজয়ের হুঙ্কার, বিজেপিকে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়ব না আমরা। বিজেপির ফ্যাসিবাদ রুখবই। আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি ফ্যাসিবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে। মাদুরাইতে তাঁর দল তামিলাগা ভেত্রি কাজগাম বা টিভিকের জনসভায় থালাপতির দৃপ্ত ঘোষণা, তাঁদের একমাত্র আদর্শগত শত্রু হল বিজেপি। সিনেমার পর্দাকে আপাতত বিদায় জানিয়ে সরাসরি রাজনীতির মঞ্চে তিনি কতটা আলোড়ন তুলেছেন, তার প্রমাণ মাদুরাইয়ে তাঁর কথা শুনতে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ। তামিল ছবির প্রবাদপুরুষ এম জি রামচন্দ্রন, জয়ললিতা, এম করুণানিধির পরে মেগাস্টার থালাপতি বিজয়ের নতুন ভূমিকা নিঃসন্দেহে তামিলনাড়ুতে তুলেছে এক প্রবল রাজনৈতিক-ঝড়। ২০২৬-এ তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে ডিএমকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর আসল লড়াইটা কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধেই। বিজেপিকে সরাসরি ফ্যাসিবাদী তকমা দিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন থালাপতি। খুলে দিয়েছেন দক্ষিণের রাজনীতিতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের পথ। তাঁর কথায়,

রাজনীতি সিনেমার মতো সহনশীলতার জায়গা নয়। এটি যুদ্ধক্ষেত্র। সাধারণ মানুষকে, দলের কর্মী এবং সমর্থকদের ঠকিয়েছে বিজেপি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছি।

কে এই থালাপতি বিজয়? জন্ম চেন্নাইয়ে। বয়স ৫১। বাবা এস এ চন্দ্রশেখর তামিল চলচ্চিত্র পরিচালক। মা শোভা চন্দ্রশেখর প্লে ব্যাক শিল্পী। পুরো নাম জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর। ভক্তরা নাম দিয়েছেন 'থালাপতি'। যার অর্থ সেনাপতি। নব্বই দশক থেকে এখনও পর্যন্ত ছবির সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। 'ঘিলি', 'থুপ্পাকি', 'মার্সাল', 'মাস্টার' ও অতিসম্প্রতি 'লিও' ঝড় তুলেছে দর্শকমনে। ব্যবসা দিয়েছে কোটি, কোটি টাকার। শুধু অভিনয় নয়, গানও গেয়েছেন। একবার নয়, ৭ বার স্থান পেয়েছেন ফোর্বস ইন্ডিয়ার ১০০ সেলিব্রিটির তালিকায়। পেয়েছেন সেরা অভিনেতার স্বীকৃতিও। পিছন ফিরে তাকালেই স্পষ্ট হবে কেমন করে দক্ষিণের রাজনীতির সমীকরণটা সময়ের হাত ধরে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠা তারকারা। প্রথমেই আসা যাক এম জি রামচন্দ্রনের কথায়। তামিল ছবির বাধভাঙা জনপ্রিয়তার নায়ক এম জি রামচন্দ্রনই ভারতের প্রথম অভিনেতা, যিনি চলচ্চিত্র জগৎ থেকে এসে পেয়েছিলন মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা। এ আই এ ডি এমকে-তে তাঁর উত্তরসূরি জয়ললিতাও ছিলেন তামিল ছবির ব্যতিক্রমী সফল অভিনেত্রী। রাজনীতির জগতে এসে পালন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। ডিএমকে সুপ্রিমো এম করুণানিধিও মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছিলেন দক্ষিণী ফিল্মি দুনিয়া থেকে রাজনীতির জগতে পা রেখেই। তিনি অবশ্য অভিনয়ের চেয়েও বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবেই। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার নেপথ্যে এই প্রতিভাই। তাঁরা প্রত্যেকেই রূপোলি পর্দার জগৎ থেকে এসে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন রাজনীতির জগতে। আর এক তামিল স্টার কমল হাসনও হিন্দি ফিল্মি দুনিয়ায়

ব্যতিক্রমী প্রতিভার ছাপ রেখে এসে প্রবেশ করেছেন তামিল রাজনীতিতে। দলও গড়েছেন নিজের। কিন্তু এখনও অবশ্য সাড়া জাগাতে পারেননি তেমন। আপাতত তিনি রাজ্যসভায়। শুধু তামিল ফিল্ম বা রাজনীতি কেন, অবিভক্ত অন্ধ্রের রাজনীতিতেও ঝড় তুলেছিলেন তেলুগু ছবির প্রবাদ পুরুষ এন টি রামা রাও। রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করে যিনি পেয়েছিলেন দেশজোড়া খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা। তেলুগু দশম পার্টির জন্ম দিয়ে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর আসনেও। তেলুগু ছবি থেকে রাজনীতিতে এসেছেন পবন কল্যাণও। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁদের সকলেরই রাজনৈতিক প্রভাব বা কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণেই, নিজ রাজ্যেই।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বোধোদয়, বেঁধে দেওয়া হল নির্বীজকরণের লক্ষ্যমাত্রা

প্রতিবেদন: বিলম্বিত বোধোদয়! চাপে পড়ে পদক্ষেপ করতে বাধ্য হল মোদি সরকার। গত সপ্তাহেই দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও টিকাদানে এগিয়ে আসতে হবে গোটা দেশকে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশিকা সামনে আসার পরেই রাতারাতি নড়েচড়ে বসেছে মোদি সরকার। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পাঠানো নির্দেশে জানানো হয়েছে এবার থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী পথ কুকুরদের মধ্যে ৭০ শতাংশের নির্বীজকরণ ও টিকাদানের লক্ষমাত্রা নিয়ে এগোনো বাধ্যতামূলক। কোন রাজ্যে কেমন

কাজ হচ্ছে, তার লিখিত বিবরণও প্রতি মাসে পাঠাতে হবে দিল্লিতে। এতদিন শুধু পরামর্শদাতা সংস্থার মতোই উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত ছিল মোদি সরকার। এবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে রাতারাতি তাদের টনক নড়েছে। সেই সঙ্গে প্রবল জনমতের চাপে পড়ে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে গেরুয়া কেন্দ্র।

শাহের মন্তব্যের নিন্দায় প্রাক্তন বিচারপতিরা

প্রতিবেদন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর মন্তব্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা। তীব্র নিন্দাও করলেন। তাঁদের মতে, শাহ তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। বিরোধী জোটের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে সম্প্রতি নজিরবিহীনভাবে নিশানা করেছেন শাহ। বলেছেন, উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি মাওবাদীদের সমর্থন করার জন্য দেশের সুপ্রিম কোর্টকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রাক্তন বিচারপতি এমন কাজ না করলে দেশ থেকে অনেক আগেই মাওবাদী দূর হয়ে যেত। এই নিয়ে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিক্রমজিত সেন, পিজে কুরিয়ান, জে চিলামেশ্বর, মদন বি লুকুর, গোপালা গৌড়া,অভয় ওকা এবং একে পট্টনায়কের মতো প্রাক্তন বিচারপতিরা। আগেই তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছিল তৃণমূলও।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 August, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেই বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যখাতে মানবিক সহায়তা ও অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরেই বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় চিকিৎসা বন্ধ হয়েছে কয়েক লক্ষ এইচআইভি আক্রান্তের

ক্ষুধার্তের হাহাকার, নরকযন্ত্রণা গাজায়

ফের ইজরায়েলি হানায় ৫ সাংবাদিক-সহ নিহত ২০

হুসেন আল মাসরি

মহম্মদ সালামা

মরিয়ম আবু দাক্কা

মোয়াজ আবু তাহা

নরকের দুর্দশা প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে। হামাসের জুজু দেখিয়ে লাগাতার মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ইজরায়েলি সেনা। শান্তিচুক্তিতে অনীহা ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর। এই পরিস্থিতিতে প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। গোটা গাজাই এখন কার্যত দুর্ভিক্ষের গ্রাসে। সোমবার দক্ষিণ গাজার নাসের হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে আইডিএফ। এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৫ সাংবাদিক-সহ ২০ জনের। হাসপাতালে হামলার কথা জানিয়েছেন প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যকর্মীরা। খোদ আইডিএফ বিবৃতি দিয়েছে, সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিন গাজায় নিহত ২০ জনের মধ্যে ৫ সাংবাদিকও আছেন। আল জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, ইজরায়েলি হামলায় নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে আছেন হুসেন আল মাসরি (রয়টার্স), মহম্মদ সালামা (আল জাজিরা), মরিয়ম আবু দাক্কা (ফ্রিল্যান্সার)। এছাড়াও আছেন চিত্রসাংবাদিক আহমেদ আবু আজিজ এবং মোয়াজ আবু তাহা।

সরকারি হুমকি, এরপরই প্রবীণ সাংবাদিকের রহস্যমৃত্যু হল বাংলাদেশে

প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ফের গণতন্ত্রের হত্যা! প্রবীণ সাংবাদিকের উপর সরকারের শীর্ষস্তর থেকে লাগাতার চাপ, ভীতি প্রদর্শন। এরপরই প্রবীণ সাংবাদিকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে বিতর্কের ঝড়।

মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রোষানলে পড়েই বর্ষীয়ান সাংবাদিকের রহস্যমৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রবীণ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের দেহ। জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে ওই সাংবাদিককে সরকারি হুমকির চাপে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। তারপরও ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে। গত ১৪ অগাস্ট বাংলাদেশের এক পত্রিকায় 'ইতিহাসের ঘটনাবহুল অগাস্ট' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার দায়িত্বে ছিলেন নিহত সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার। ওই নিবন্ধে একবছর আগের গণঅভ্যুত্থানে জঙ্গিযোগের ইঙ্গিত ছিল। এতেই প্রবল ক্ষুব্ধ হয় অন্তর্বর্তী সরকার। সত্য প্রকাশের আশঙ্কায় জামাতের মদতপুষ্ট ইউনুস সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় কুৎসিতভাবে হস্তক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রেও অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ওই পত্রিকার সম্পাদককে ফোন করে লাইসেন্স বাতিল ও গোয়েন্দা এজেন্সি লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। সঙ্গে আরও ৮ সাংবাদিককে 'ফ্যাসিস্ট দোসর' তকমা দিয়ে চাকরিচ্যুত করার চাপ দেওয়া হয়।

প্রশ্নের মুখে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

এই ঘটনার পর ওই প্রবীণ সাংবাদিককে জোর করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়। কিন্তু এরপরও ক্রমাগত খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে। ঘটনাচক্রে এরপরই উদ্ধার হল বর্ষীয়ান সাংবাদিকের দেহ। সহকর্মীদের দাবি, শুধু মৃত্যু নয়, এটি একটি পরিকল্পিত খুন। এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড শুধু মন্ত্র উচ্চারণে কী হবে?

গুজরাত সরকারকে মনে করাল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: শিক্ষকদের সত্যিকারের সম্মান দিন। শুধু মন্ত্রোচ্চারণে লাভ নেই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পি এস নরসিমহা এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এক মামলার শুনানির সময় গুজরাত সরকারকে কটাক্ষ করে বলেছে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠানমঞ্চে "গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করলেই চলবে না, বরং শিক্ষকদের প্রতি দেশের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

গুজরাতের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপকদের বেতন সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার নির্দেশ দিয়েছে। আদালত মন্তব্য করে, শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন না দেওয়া মানে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূলধনের অবমূল্যায়ন করা। একটি জাতি তার জ্ঞানচর্চাকে কতটা মূল্য দেয়, তা নির্ভর করে শিক্ষকদের কীভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে, তার উপর। এই প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালত উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, এই পরিস্থিতি গভীরভাবে উদ্বেগজনক যে সহকারী অধ্যাপকরা মাত্র ৩০,০০০ টাকা মাসিক ভাতা পাচ্ছেন। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কাজের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। 'সমান কাজের জন্য সমান বেতন' নীতির উপর জোর দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে গুজরাত হাইকোর্টের নির্দেশকে সমর্থন জানিয়েছে। বলা হয়েছে, যাতে চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপকদের জন্য অন্ততপক্ষে নির্ধারিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন দেওয়া যায় তা দেখুক রাজ্য সরকার। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১২ সাল থেকে চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপকদের বেতন অপরিবর্তিতভাবে ৩০,০০০ টাকাই রয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, অস্থায়ী পদে নিযুক্ত অন্যদের বেতন ২০১২ সালে ৩৪,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে হয়েছে ১,১৬,০০০ টাকা এবং স্থায়ী পদে নিযুক্তরা ২০১২ সালে ৪০,৪১২ টাকা যে বেতন পেতেন তা ২০২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ১,৩৬,৯৫২ টাকা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিক্ষাবিদ, প্রভাষক ও অধ্যাপকদের জাতির 'বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ড' হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে, তাঁরা শুধু পাঠদানই করেন না, বরং সমাজে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা এবং মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে জাতি গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখেন। সর্বোচ্চ আদালতের মন্তব্য, আমরা শিক্ষকদের ভূমিকাকে যথাযথ সম্মান জানাই এবং তাঁদের প্রতি যাতে প্রকৃত সম্মান দেখানো হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিচ্ছি।

ত্রিপুরার আমবাসায় সিপিএম এবং তিপ্রামথার ১৮ জন সক্রিয় সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। উপস্থিত ত্রিপুরায় দলের যুব সভাপতি শান্তনু সাহা। সোমবার।

ই-স্কোয়ার তোপ অভিষেকের

(প্রথম পাতার পর)
গণতন্ত্র নয়! এরপরই অভিষেকের তোপ, বিজেপিকে একটা ভোট দেওয়া মানে দেশের আত্মাকে বিক্রি করে দেওয়া। গণতন্ত্রকে বিক্রি করে দেওয়া। কারণ, বিজেপি এই কাজটাই করে থাকে। এই ইন্ডিয়া সরকার এবং বিজেপি সব কিছুরই বিরোধী— তফসিলি জাতি-উপজাতি বিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী।

এরা আসলে ভারতবিরোধী-ইন্ডিয়াবিরোধী। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো করে এরা দেশ চালায়। এর আগেও একাধিকবার নয়া সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা হিসেবে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এর তীব্র বিরোধিতা-বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। তিনি আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই তুঘলকি আচরণ এবং কালা কানুনের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই-আন্দোলন-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে। এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না।

সিবিআই মানেই তো গ্যালারি শো : কোর্ট

(প্রথম পাতার পর)
আবেদন খারিজ করে দেয় উচ্চ আদালত। উল্টে এডিজি সিআইডি, ডিআইজি সিআইডি-র তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরাও থাকবেন সিটে। একমাসের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আদালতে রিপোর্ট দেবে ওই প্রতিনিধি দল। আগামিকাল প্রতিনিধি দলে কে কে থাকবেন তার চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে। তৃণমূল কংগ্রেস বারবার অভিযোগ করেছে, বিজেপিকে রাজনৈতিক ফায়দা দিতে সিবিআই বিভিন্ন সময়ে নানা পদক্ষেপ করে চলেছে। যা তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রমাণ দিলে বিবেচনা

(প্রথম পাতার পর)
সফলভাবে উত্তীর্ণ। এরপর কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হয় এবং পরে চাকরি পান। কিন্তু এসএসসি প্রকাশিত তালিকাতেও তাঁর নাম রয়েছে। সেটা কীভাবে সম্ভব? ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে তিনি মামলা করে জানান, তিনি যোগ্য প্রার্থী। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য তিনি আবেদন জানান। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আরও বক্তব্য, কোনও চাকরিপ্রার্থী যদি মনে করেন তিনি দাগি ও অযোগ্য নন এবং তাঁর সপক্ষে তথ্য দিতে পারেন, তবে হাইকোর্টকে তা বিবেচনা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট কোথাও বলেনি যে এ-বিষয়ে হাইকোর্ট মামলা শুনতে পারবে না। তাহলে এতদিন ধরে মামলাটি বিচারাধীন কেন?

উন্নয়ন আরও প্রসারিত হবে

(প্রথম পাতার পর)
ভবিষ্যতে এ-নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বীরবাহা হাঁসদা ছাড়াও ছিলেন জ্যোৎস্না মান্ডি, বুলুচিক বরাইক ও সন্ধ্যারানি টুডু। মুখ্যমন্ত্রী সকলকে নির্দেশ দেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সমস্ত আদিবাসী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

মিলল না অনুদানে

(প্রথম পাতার পর)
হাইকোর্ট এই অনুদানের উপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। সরকার যে টাকা পুজো কমিটিকে দেয়, তার হিসেব গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করে। আগের বছরের হিসেব না দিলে বর্তমান বছরের টাকা পাওয়া যায় না— এটাই নিয়ম। যে পুজো কমিটি হিসেব দেবে তারাই টাকা পাবে। এর পরেই বাম-বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল নেতা বলেন, পুজো মণ্ডপে যেখানে ভিড় হয়, সেখানে বইয়ের স্টল দেয় সিপিএম। এদিকে অনুদানের বিরোধিতা করে। বিজেপি নিজেদের সনাতনী বলে কিন্তু অনুদানের বিরোধিতা করে। মহারাষ্ট্র বিজেপির জোট সরকার গণেশ পুজোয় অনুদান দিচ্ছে সেটা ভাল। আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অনুদান দিলেই তার বিরোধিতা। এটা সম্পূর্ণ বিজেপি-সিপিএমের দ্বিচারিতা— কটাক্ষ তৃণমূলের। হিসেবের প্রসঙ্গে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, আদালত হিসেবের কথা তুলেছে, হিসেব তো প্রতিবছর দেওয়াই হয়।

অকাল বার্ধক্যের জন্য দায়ী ৪০০টি জিনকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন আমেরিকার 'নিউ ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো বোল্ডার'-এর বিজ্ঞানীরা। নেচার জেনেটিক্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের সেই গবেষণাপত্র

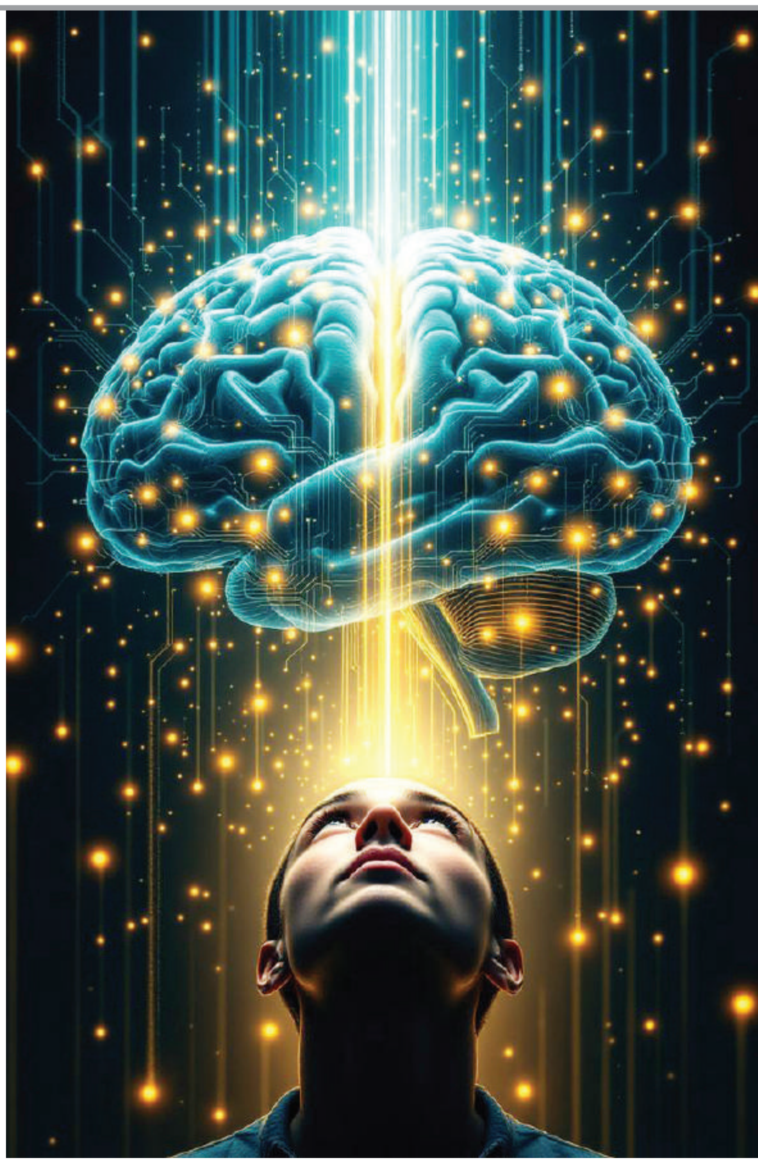

সাইকোপ্যাথি ও অক্সিটোসিন

সবাই মুখ দেখে আবেগ বুঝতে পারে না। সাইকোপ্যাথি নামের এক ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য অনেককে অন্যের আনন্দ-দুঃখ ধরতে দেয় না। এই সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে অক্সিটোসিন— এক ধরনের হরমোন, যা মানুষের সহানুভূতি ও সামাজিক সম্পর্ক বাড়াতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক গবেষণার আলোয় বিস্তারিত আলোচনা করলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

মনোবিকার

জীবন এক রহস্যময় নাট্যমঞ্চ, যেখানে প্রতিটি মুখই যেন এক-একটি অপঠিত চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা থাকে মানুষের মনের কথা— আনন্দ, রাগ, কষ্ট, বা ভয়। মুখাবয়বের সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় ফুটে ওঠে আমাদের আবেগ, অনুভব আর সম্পর্কের ছায়া। বলা ভাল ব্যবহারিক জীবনে আমাদের সমাজবোধ, সম্পর্কের পরিসর আর আবেগ প্রকাশের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারই হল মুখাবয়ব। চোখের চাহনি, কপালের ভাঁজ, ঠোঁটের হালকা কাঁপন— সবই আবেগ প্রকাশের ভাষা। কিন্তু কিছু মানুষের কাছে এই ভাষা দুর্বোধ্য। তারা অন্যের মুখাবয়বে আবেগ খুঁজে পায় না, অথবা ঠিকমতো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। এমন ব্যক্তিত্ববিকার— যেমন সাইকোপ্যাথি, একপ্রকার মনের অসুখ যা মুখের উপর ফুটে ওঠে, সময়ের চক্রান্তে একটি সমাজবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের জন্ম দেয়!

সাম্প্রতিক গবেষণা

সম্প্রতি ৩০ জুলাই, এবছর প্লস ওয়ান জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে সাইকোপ্যাথির বিভিন্ন মাত্রায় মুখাবয়বভিত্তিক আবেগ শনাক্তকরণের মনঃদৈহিক প্রক্রিয়া এবং অক্সিটোসিনের ভূমিকার মতো জটিল বিষয়ের উপর নতুন আলো ফেলেছে। গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন পর্তুগালের লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সারা ফেরেইরা নাসিমেন্টো, যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনের ড. ডায়ানা প্রাটা, এবং পর্তুগালের ক্যাপ্রিকর্নে অবস্থিত এগা মনি স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড সায়েন্সের ড. ফিলিপা ফ্রেইরি। বিগত ২০০৪ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত ৬৬টি গবেষণা নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে, গবেষকগণ সাইকোপ্যাথির নানা মূল মাত্রা এবং মুখের উপর ফুটে ওঠা আবেগ চিনতে অক্সিটোসিনের কার্য-প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর ফলে আমাদের সামনে উঠে এসেছে এক সম্ভাব্য চিকিৎসা-উপাদান, অক্সিটোসিন, যা এই সমাজবিচ্যুত মনের মাঝে সেতুবন্ধন গড়তে পারে।

সাইকোপ্যাথির চরিত্র

সাইকোপ্যাথি হল একধরনের ব্যক্তিত্বগত সমস্যা, এক ধরনের মনোবিকার বা মনের অসুখ, যার ধারণা ১৮০০ সাল থেকে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়— যেমন মিষ্টি ও মনোরম ব্যবহার, অন্যকে ঠকানোর প্রবণতা, অপরাধবোধ বা অনুশোচনার অভাব, এবং সহানুভূতি না থাকা। তারা প্রায়ই নিয়ম মানতে চায় না, অবাস্তব স্বপ্ন দেখে, ছোটবেলা থেকেই দুষ্টুমি বা খারাপ কাজ করে, এবং নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের মানুষদের সামাজিক জীবনে মিশে যাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

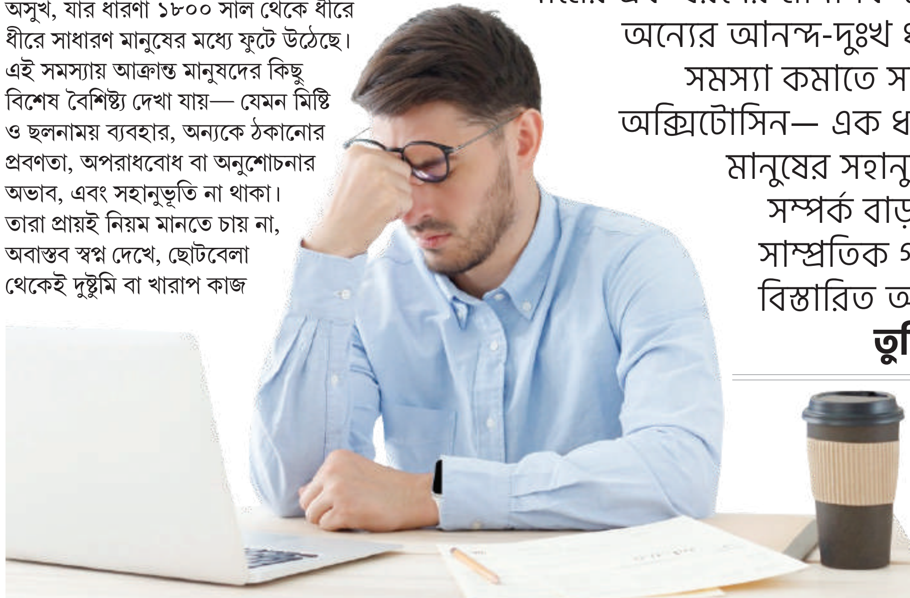

এখন ব্যবহারিক সমাজ টিকে থাকে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার উপর, যা ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শুরু করে পেশাগত, আইনি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সব স্তরের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই মানবিক গুণগুলোকে সম্ভব করে তোলে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ুবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যা মানুষকে সহানুভূতিশীল ও সামাজিক আচরণে উৎসাহিত করে। কিন্তু সাইকোপ্যাথি প্রবণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার উল্টো ঘটে, ফলে তাদের নৈতিক বোধ ভেঙে পড়ে। এর ফলে ক্ষুদ্র অপরাধ থেকে শুরু করে কর্পোরেট দুর্নীতি বা গণহত্যার মতো চরম অবক্ষয় দেখা দিতে পারে— যা সমগ্র সমাজের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানীদের মতে, সাইকোপ্যাথির দুটি দিক আছে— একটি আবেগ ও সম্পর্কভিত্তিক, আরেকটি জীবনধারা ও আচরণভিত্তিক। গবেষণায় উঠে এসেছে এই দুই দিকের সঙ্গে মস্তিষ্কের কিছু নির্দিষ্ট কার্যকলাপ ও বিশেষভাবে অক্সিটোসিন নামক হরমোনের সম্পর্ক রয়েছে, যা মানুষকে অন্যের আবেগ বোঝার ও সামাজিকভাবে সংযুক্ত থাকার ক্ষমতা দেয়।

■ **অক্সিটোসিন:** সম্পর্কের রাসায়নিক সেতু অক্সিটোসিন— একটি সামাজিক হরমোন বা নিউরোপেপটাইড— যা জীববিজ্ঞানের খাতায় প্রেম, বন্ধন এবং সহানুভূতির জৈবিক ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। একে প্রায়শই 'বন্ডিং হরমোন' বলা হয়। গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, ইন্ট্রান্যাজাল অক্সিটোসিন সেবনে যে কোনও মানুষের আবেগীয় মুখাবয়বের প্রতি মনোযোগ বাড়ে, বিশেষ করে কোনও মানুষের চোখের দিকে তাকানো বৃদ্ধি পায়। অ্যামাইগডালার কার্যকলাপও এই হরমোনের প্রভাবে 'স্বাভাবিক' মাত্রায় ফিরে আসে— একটি অতিসংবেদনশীল মস্তিষ্ক যেন খানিকটা শান্ত হয়, আর নিস্পৃহ মস্তিষ্ক সচল হয়ে ওঠে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, অক্সিটোসিন আবেগীয় চোখে দৃষ্টি স্থির করে, সহানুভূতির মাত্রা বাড়ায়, এমনকী আবেগীয় তথ্য সংবেদনে প্রভাব ফেলে মানব মস্তিষ্কের অ্যামাইগডালা, এন্টেরিয়র সিঙ্গুলেট কর্টেক্স অঞ্চলের কার্যকলাপ অনেক অংশ বাড়িয়ে তোলে এবং পুনর্বিন্যাস করতে পারে।

■ **যেখানে গবেষণা থেমে আছে:** কিন্তু ইঙ্গিত স্পষ্ট যদিও এখনও পর্যন্ত সরাসরি কোনএ গবেষণায় সাইকোপ্যাথির মাত্রা ও অক্সিটোসিন থেরাপির যৌথ বিশ্লেষণ হয়নি, তবুও দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে লক্ষ করা গেছে, বিজ্ঞানীদের এমনটাই দাবি। একদিকে সাইকোপ্যাথির কারণে মুখমণ্ডলের আবেগ শনাক্তকরণে অসুবিধা, অন্যদিকে অক্সিটোসিনের প্রমাণিত ক্ষমতা; একদিকে আবেগীয় চেহারার প্রতি মনোযোগ বাড়ানো ও অন্যদিকে অ্যামাইগডালার কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ— এই দুই জটিলতার মধ্যেই বিজ্ঞানীদের নিরন্তর পরিশ্রম। আশার আলো এখানেই ফুটেছে— এই সম্ভাব্য সমান্তরাল পথেই গবেষকেরা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, অক্সিটোসিন হতে পারে একটি মাত্রা-ভিত্তিক থেরাপিউটিক উপায়, বিশেষ করে সাইকোপ্যাথির জীবনধারা ও আচরণভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে— যেখানে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা ও আগ্রাসন রয়েছে।

মনোবিকারের মুখোমুখি বিজ্ঞান

■ **এই পর্যালোচনাটি বৈজ্ঞানিকদের জন্য এক সুস্পষ্ট আহ্বান:** মানুষের মুখের উপর ভেসে ওঠা আবেগগুলোকে চিনে নিতে মনোবিকারের ধরন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করা হোক। একই সঙ্গে অক্সিটোসিনের ভূমিকা সংক্রান্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হোক যেখানে সাইকোপ্যাথের সবগুলো মাত্রাই আলাদাভাবে বিবেচিত হবে। বৈজ্ঞানিক মহলের এমন ধারণা হয়তো আগামী দিনে নতুন গবেষণার দরজা খুলে দিচ্ছে। হয়তো উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে, অক্সিটোসিনের প্রভাবে কীভাবে চোখের দিকে তাকানোর ধরনে পরিবর্তন আসে? সাইকোপ্যাথের দেহমনে কি ধরনের নিউরোইলেকট্রিক পরিবর্তন দেখা যায়? অ্যামাইগডালায় ঘটে যাওয়া নিউরোইমেজিং কী বলে? আমরা সবাই এইসব পরীক্ষালব্ধ উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

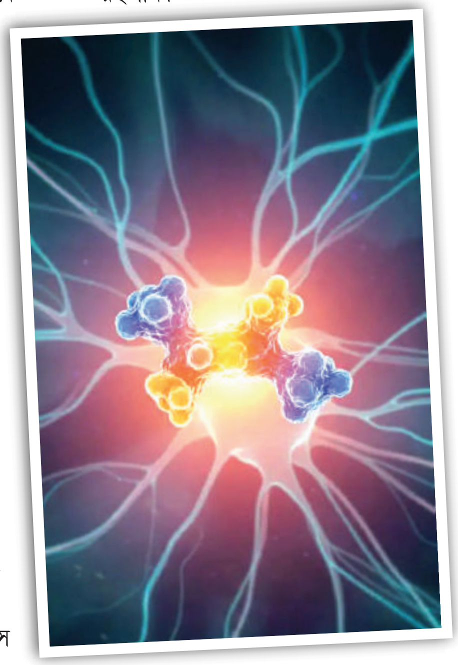

সংযোগের রাসায়নিক পুনর্নির্মাণ

মুখাবয়ব এক সামাজিক আয়না— যেখানে প্রতিফলিত হয় মনের গভীরতম অনুভব। কিন্তু সাইকোপ্যাথিক চেতনায় সেই আয়না ফিকে। একদিকে আবেগহীনতা, অন্যদিকে অতিসংবেদনশীল উগ্রতা। এই দুটি চরম প্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি কোনও রাসায়নিক হাত বাড়াতে পারে, তবে সে হতে পারে অক্সিটোসিন। সে হাত হয়তো সমাজকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারবে না, কিন্তু একটি দৃষ্টিপথ খুলে দিতে পারে— যেখানে মানুষ আবার মানুষের চোখে চোখ রাখবে। আর বিজ্ঞান সেই সেতুর কাঠামো নির্মাণে নীরব অথচ নিরলস কারিগর।

মাঠে ময়দানে
26 August, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংল্যান্ডে সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন অর্শদীপ সিং।

জানালেন পাঞ্জাবের বোলিং কোচ গগনদীপ সিং

ইউএস ওপেন থেকে বিদায় মেদভেদেভের

সহজ ম্যাচ জিতেই সেলেসকে কোচ করার ইঙ্গিত জকোর

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অগাস্ট : ইউএস ওপেনের শুরুতেই অঘটন! প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন দানিল মেদভেদেভ। তবে সহজ জয় পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন নোভাক জকোভিচ এবং এরিনা সাবালেঙ্কা।

সহজ জয় পেয়েছেন জকোভিচ। প্রথম রাউন্ডে তিনি ৬-১, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন অবাছাই প্রতিদ্বন্দ্বী লার্নার টিয়েনকে। তবে সহজ জয়ের দিনেও চোট আশঙ্কা তাড়া করেছে জকোভিচকে। ম্যাচ চলাকালীন তাঁর ডান পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। ফলে যন্ত্রণা শুরু হয়। এর জন্য মেডিক্যাল বিরতি নিতে হয় জকোকে। ম্যাচের পর জকোভিচ জানিয়েছেন, তাঁর নতুন কোচ হতে পারেন মেয়েদের প্রাক্তন বিশ্বসেরা মনিকা সেলেস! তিনি বলেন, মনিকার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। দেখা যাক কী হয়। দু'জনেই আবেগ দিয়ে ভাবছি। উনি আমার কোচ হতে রাজি হলে দারুণ হবে।

জয়ের পথে জকোভিচ। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে।

অন্যদিকে, ২০২১ ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভ কোর্টে নেমেছিলেন অবাছাই বেঞ্জামিন বেঞ্জির বিরুদ্ধে। পাঁচ সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ৩-৬, ৫-৭, ৭-৬ (৭/৫), ৬-০, ৪-৬ ফলে হেরে যান তিনি। এদিন হারের পর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তিনি। র‍্যাকেট আছড়ে ভেঙে ফেলেন। এরপর চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে কেঁদেও ফেলেন।

এছাড়াও চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করে বিতর্কে জড়িয়েছেন মেদভেদেভ। তাঁকে জরিমানাও দিতে হয়েছে। তৃতীয় সেটে প্রথম সার্ভ ফল্ট করার পর দ্বিতীয়বার সার্ভিস করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বেঞ্জি। সেই সময় হঠাৎ করে কোর্টে ঢুকে পড়েন এক ফটোগ্রাফার! দ্রুত ম্যাচ থামিয়ে দেন চেয়ার আম্পায়ার। ফের বেঞ্জিকে প্রথম সার্ভ নিতে বলেন। আর এতেই চটে যান মেদভেদেভ। তর্ক শুরু করে দেন। এর জন্য ম্যাচ প্রায় ছ'মিনিট বন্ধ ছিল।

এদিকে, মেয়েদের শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা ৭-৫, ৬-১ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন রেবেকা মাসারোভাকে। এছাড়া জয় পেয়েছেন মেয়েদের চতুর্থ বাছাই জেসিকা পেগুলা ও সপ্তম বাছাই জেসমিন পাওলিনিও।

ড্রেসিংরুমে বিরাটকে চায় শেহবাগ-পুত্র

আইপিএলে আর্যবীরের চোখ আরসিবিতে

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : আইপিএলে খেলার সুযোগ পেলে আর্যবীর শেহবাগের চোখ থাকবে আরসিবির দিকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বদলে দিল্লির ছেলে আর্যবীরের নজর বেঙ্গালুরুতে, কারণ সেখানে বিরাট কোহলি খেলেন। বিরাটের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করা ১৭ বছরের তরুণ ক্রিকেটারের স্বপ্ন।

আর্যবীরের বাবা ভারতীয় ক্রিকেটের একদা মহারথী। বীরেন্দ্র শেহবাগের বড় ছেলে অবশ্য বাবার জমানার কাউকে আইডল করেনি। এমনকী শচীন তেন্ডুলকরেরও আগে রাখছে বিরাটকে। শেহবাগ-পুত্রের কথায়, বিরাটের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করা আমার স্বপ্ন। তবে এখনকার দলের আরেকজনও তার খুব ফেভারিট। তিনি হলেন টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমন গিল।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে সেন্ট্রাল দিল্লি কিংস ৮ লাখ টাকায় কিনেছে আর্যবীরকে। বাবার মতোই ডানহাতি ওপেনিং ব্যাটার আর্যবীর। দিল্লির বয়সভিত্তিক ক্রিকেটেও খেলছে শেহবাগ-পুত্র। আছে অনূর্ধ্ব ১৯ দলে। ২০২৪-২৫ কোচবিহার ট্রফিতে আর্যবীর ২৯৭ রানের ম্যারাথন ইনিংস খেলেছিল। সেটাই ছিল গত মরশুমের সর্বোচ্চ রান। অনূর্ধ্ব ১৯ ভিনু মানকড় ট্রফিতে ভালই নজর কেড়েছিল শেহবাগ-পুত্র।

তবে ৮ লাখ টাকা দিয়ে আর্যবীরকে দলে নিলেও সেন্ট্রাল দিল্লি কিংস এখনও তাকে খেলায়নি। তারা পাঁচটি ম্যাচ জিতে ১১ পয়েন্ট পেয়েছে। আপাতত তারা টেবলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তবে অনেকেরই নজর রয়েছে আর্যবীরের দিকে। তাকে কখন সেন্ট্রাল দিল্লি কিংস খেলায় সেদিকে নজর রয়েছে সবার।

এমবাপের জোড়া গোলে অনায়াস জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৫ অগাস্ট : লা লিগার শুরুতেই দুর্দান্ত ফর্মে কিলিয়ান এমবাপে। প্রথম ম্যাচে দলের জয়সূচক গোলটি করেছিলেন ফরাসি তারকা। এবার এমবাপের জোড়া গোলে রিয়াল ওভিয়েডোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ। গতাবারের টপ স্কোরার এমবাপে দু'ম্যাচে তিনটি গোল করে ফেললেন।

এদিন শুরুতে ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডকে মাঠে নামাননি জাভি আলোন্সো। বদলে সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা রডরিগো ও দানি কারভাহালকে খেলিয়েছেন রিয়াল কোচ। এছাড়া ব্রাহিম দিয়াজের বদলে শুরু করেন তরুণ তুর্কি ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। বিপক্ষের মাঠে ৩৭ মিনিটে প্রথম গোল তুলে নেয় রিয়াল। চুয়ামেনির কাছ থেকে বল পেয়ে এমবাপেকে পাস বাড়িয়েছিলেন আর্দা গুলের। নিখুঁত টার্নিংয়ে বিপক্ষ ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে দুরন্ত শটে বল জালে জড়ান ফরাসি স্ট্রাইকার।

গোল করছেন এমবাপে। বার্সেলোনার ম্যাচে।

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ঢিমেতালে খেলেছে রিয়াল। তবে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমেই দলের আক্রমণে তীব্রতা বাড়ান ভিনিসিয়াস। ৮৩ মিনিটে তাঁর পাস থেকেই ২-০ করেন এমবাপে। এরপর ৯৩ মিনিটে ৩-০ করেন ভিনিসিয়াস নিজেই। ব্রাজিলীয় তারকার এই গোলটাই ম্যাচের সেরা। বল নিয়ে একক প্রচেষ্টায় তীব্র গতিতে বিপক্ষ বক্সে পৌঁছে যান ভিনিসিয়াস। এরপর জোরালো শটে জাল কাঁপান। তবে সুযোগ নষ্ট না করলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত রিয়াল। লিগে এমবাপেদের পরের ম্যাচ ৩০ অগাস্ট। সেদিন ঘরের মাঠে রিয়ালের প্রতিপক্ষ মায়োরকা। অন্যদিকে, বহু বছর পর লা লিগায় ফিরেছে ওভিয়েডো। কিন্তু প্রথম দু'টি ম্যাচই হেরে রীতিমতো চাপে তারা।

কোচ ছাঁটাইয়ের দাবি ম্যান ইউয়ে

প্রিমিয়ার লিগে হারের পর ড্র

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ অগাস্ট : প্রথম ম্যাচে আর্সেনালের কাছে হারের পর, দ্বিতীয় ম্যাচে ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে ড্র। প্রিমিয়ার লিগে জয় এখনও অধরা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। এদিকে, ফুলহ্যাম ম্যাচের পর তোপের মুখে রুবেন আমোরিম। কোচের পদ থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন ম্যান ইউ সমর্থকরা।

পর্তুগিজ কোচ গত বছরের নভেম্বরে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কোচিংয়ে ম্যান ইউ ইউরোপা লিগের ফাইনালে উঠলেও, প্রিমিয়ার লিগে রুবেনের রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ। তাঁর অধীনে এখনও পর্যন্ত ২৯টি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচ খেলে, ম্যান ইউ জিতেছে মাত্র সাতটিতে! ড্র করেছে সাতটি। হার ১৫টিতে। সাফল্যের হার মাত্র২৪.১ শতাংশ। ফুলহ্যাম ম্যাচের পরেই গ্যালারি থেকে রুবেনকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপ করতে শুরু করেন ম্যান ইউ সমর্থকরা। গো ব্যাক স্লোগানও তোলেন। প্রবল চাপে থাকা রুবেন নিজেও স্বীকার করছেন, তাঁর দল প্রত্যাশা পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ। ম্যান ইউ কোচের বক্তব্য, আমি দলের খেলায় অত্যন্ত হতাশ। আমাদের আরও স্মার্ট ফুটবল খেলতে হবে। যেটা এই মুহূর্তে আমরা পারছি না। তবে ভাঙলেও, মচকাচ্ছেন না রুবেন। তাঁর বক্তব্য, মরশুম সবে শুরু। আমি আত্মবিশ্বাসী, এই দলটাই ঘুরে দাঁড়াবে। দারুণ ফুটবল উপহার দিয়ে সমর্থকদের মন জয় করবে।

লক্ষ্যর হার

প্যারিস : ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। ২০২১ ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী লক্ষ্য সোমবার কোর্টে নেমেছিলেন চিনা শাটলার শি ইয়ু কিউয়ের বিরুদ্ধে। যিনি আবার টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই তথা বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়। কিউয়ের বিরুদ্ধে শেষ তিনটে সাক্ষাৎকারেই হেরেছিলেন লক্ষ্য। এদিনও লড়াই করলেন, তবে শেষরক্ষা হল না। ১৭-২১, ১৯-২১ সরাসরি গেমে হেরে বিদায় নিলেন ভারতীয় শাটলার। মঙ্গলবার কোর্টে নামছেন পি ভি সিন্ধু ও এইচ এস প্রণয়। সিন্ধুর প্রতিপক্ষ বুলগেরিয়ার কালোয়ানা নালবানতোভা। এদিকে, পুরুষদের ডাবলসে সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছেন।

৯৬ বলে ৬৬। মহারাষ্ট্রের হয়ে বুচিবাবু ক্রিকেটে রান করেই চলেছেন পৃথ্বী শ

খালিদের দলে ব্রাত্য বাঙালি

সমালোচনায় মুখর হলেন প্রাক্তনরা

প্রতিবেদন : আসন্ন কাফা নেশনস কাপের জন্য সোমবার ২৩ জনের দল ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু দলে নেই একজনও বাঙালি ফুটবলার। একমাত্র বাঙালি হিসাবে প্রস্তুতি শিবিরে ডাক পেয়েছিলেন রহিম আলি। কিন্তু তাঁকে চূড়ান্ত দল থেকে বাদ দিয়েছেন কোচ খালিদ জামিল। সম্প্রতি ভারতীয় দলে বাঙালি ফুটবলারদের ব্রাত্য থাকা নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এবার তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন ফুটবলাররাও। তোপ দেগেছেন বর্তমান ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকেও।

জাতীয় দলের হয়ে চুটিয়ে খেলা মানস ভট্টাচার্য বলছেন, শেষ কয়েক বছর থেকেই দেখছি শুভাশিস বসু ছাড়া আর কোনও বাঙালি ফুটবলার জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছে না। ফেডারেশন একটা অদ্ভুত নীতি নিয়ে চলেছে। আইএসএলের ফুটবলার ছাড়া জাতীয় দলে কাউকে নেওয়া হবে না। কেন সন্তোষ ট্রফিজয়ী বাংলা দলের কাউকে রাখা হল না? আই লিগে ভাল খেলা ফুটবলারদেরও কেন ডাকা হবে না? আমাদের সময় জাতীয় দলে ঢোকার মাপকাঠি ছিল সন্তোষ ট্রফি, ডুরান্ড, রোভার্স। খালিদ জামিল সবে দায়িত্ব নিয়েছে। আমি ওকে অনুরোধ করব, এই বিষয় নিয়ে ও যেন ভাবে।

আরেক প্রাক্তন তারকা সুব্রত ভট্টাচার্যের বক্তব্য, আমরা কলকাতা লিগ, রোভার্স, ডুরান্ড খেলেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি। সন্তোষ ট্রফি ছিল জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার অন্যতম প্রধান মঞ্চ। ফেডারেশনের মাথায় বসে রয়েছে বাংলার ছেলে কল্যাণ চৌবে। ও কেন কোনও উদ্যোগ নেবে না? বাংলার কোনও ফুটবলার

খালিদের পরীক্ষা কাফা নেশনস কাপ।

জাতীয় দলে নেই, এটা দেখে খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে, এর পিছনে কোনও চক্রান্ত রয়েছে। বাঙালি ছাড়া কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে না।

জাতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার দীপেন্দু বিশ্বাস বলেছেন, আমি টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে সরাসরি জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলাম। সন্দীপ নন্দী কলকাতা লিগে সোনালি শিবিরের হয়ে দুরন্ত গোলকিপিং করে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিল। আইএসএলের ফুটবলার ছাড়া জাতীয় দলে সুযোগ হবে না, এই নীতিটাই তো ভুল। আরও একটা কথা, কলকাতা লিগে ভাল খেলে অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে বাংলার সাহিল হরিজন। তাহলে সিনিয়র দল নির্বাচনের সময়ও কেন কলকাতা লিগ, সন্তোষ ট্রফির পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না?

আরেক প্রাক্তনী তথা ১৯৮২ এশিয়াডে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ও সুর চড়িয়েছেন জাতীয় দলে বাঙালি ফুটবলারদের উপেক্ষিত থাকা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, এখনও গোলকিপার হিসাবে গুরপ্রীত, অমরিন্দরদের খেলাচ্ছে। এবারের ডুরান্ডে যে ছেলেটা সেরা গোলকিপার হল, সেই গুরমিতের কথা কেন ভাবা হল না? বাঙালি ফুটবলারদের মধ্যে সন্তোষ ট্রফিতে যে ছেলেটা টপ স্কোরার হল, সেই রবি হাঁসদা কেন সুযোগ পাবে না। আরেকটা ছেলে মনোতোষ চাকলাদার খুব ভাল ডিফেন্ডার। এই টুর্নামেন্ট তো ফিফা স্বীকৃত নয়। খালিদ তো এই ছেলেগুলোকে দেখে নিতে পারত। কল্যাণ চৌবে নিজে বাংলার ছেলে হয়েও কী ভারতীয় ফুটবলে বাংলার অবদানের কথা ভুলে গেল?

এদিকে, খালিদ আবার সোমবার বলেছেন, কিছু কিছু ক্লাব ফুটবলার ছাড়েনি। তবে যাদের পেয়েছি, তাদের নিয়েই আমি খুশি। যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি। দলের প্রত্যেক ফুটবলারের মানসিকতা অত্যন্ত ইতিবাচক।

প্রত্যাবর্তনেই সোনা জিতে চমক চানুর

আমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকেই চোটে ভুগছিলেন। তার জন্য কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেননি। তবে সোমবার কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে প্রত্যাবর্তন মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখলেন মীরাবাই চানু।

মেয়েদের ৪৮ কেজি বিভাগে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে মোট ১৯৩ কেজি ওজন তুলে সোনা ছিনিয়ে নেন ৩১ বছর বয়সি ভারতীয় ভারোত্তোলক। এদিন ছ'টির মধ্যে মাত্র তিনটি লিফট সফলভাবে করতে পেরেছেন চানু। ৮৪ কেজি ওজনের প্রথম স্ন্যাচ তুলতে পারেননি চানু। সেই সময় তাঁর ডান হাঁটুকে সামান্য অস্বস্তিও লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেন। চানুর পর দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে রুপো জিতেছেন মালয়েশিয়ার আইরিন হেনরি। তিনি মোট ১৬১ কেজি ওজন তুলেছেন। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ওয়েলসের নিকোল রবার্টস। তিনি মোট ১৫০ কেজি ওজন তুলেছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ৪৯ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছিলেন চানু। তবে প্যারিসে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ৪৯ কেজির বদলে ৪৮ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তারই প্রস্তুতি তিনি নিতে শুরু করে দিলেন।

ডায়মন্ড হারবারের মাথায় আই লিগ

শহরে এলেন ব্রাইট ও সানডে

প্রতিবেদন : ডুরান্ড ফাইনালে বড় ব্যবধানে হার থেকে শিক্ষা নিয়েই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার এফসি। স্বপ্নভঙ্গের হতাশা নয়, বরং ডুরান্ড অভিষেকেই ফাইনাল খেলতে পারার সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার শিবির।

আই লিগের জন্য দলগঠনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এখনও বেশ কয়েকটি পজিশনে ভারতীয় ফুটবলার রিক্রুট বাকি রয়েছে। তার মধ্যে নতুন দু'জন উইং ব্যাক নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিকে, ভিসা নিয়ে দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে সোমবার বিকেলে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন ডায়মন্ড হারবারের দুই নতুন বিদেশি ব্রাইট এনোবাখারে এবং সানডে আফোলাবি। নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ব্রাইট ভারতীয় সমর্থকদের কাছে পরিচিত নাম। ২০২১ সালে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন। গোয়ার বিরুদ্ধে পাঁচজনকে কাটিয়ে ব্রাইটের বিস্ময়-গোল এখনও চোখে ভাসে লাল-হলুদ জনতার। ব্রাইটের মতো সানডেও

ব্রাইট ও সানডে। —শুভেন্দু চৌধুরী

নাইজেরিয়ান। তবে তিনি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। নিঃসন্দেহে মাঝমাঠে খেলা তৈরির লোক পাবেন কিবু।

ডুরান্ডে পূর্ণশক্তির দল পেলে ফাইনালের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত বলে মনে করেন ডায়মন্ড হারবারের কোচ। চোটের কারণে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরাকে নকআউটে পাওয়া যায়নি। ক্লাবের সহসভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, আমরা প্রথমবার ডুরান্ডের মতো সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় খেললাম। অভিষেকেই ফাইনাল খেলেছি। এটা ক্লাবের জন্য বিরাট সাফল্য। তাছাড়া দলগঠনই সম্পূর্ণ হয়নি। একজন ভাল গোলকিপার নেওয়ার কথা ভাবছি। দুটো উইং ব্যাক নিতে পারি। আরও দুটো পজিশনে ফুটবলার নিতে পারি। পাঁচ বিদেশি নিয়েছি। আই লিগের আগে আরও একজন বিদেশি নেব। এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে নামছে ডায়মন্ড হারবার। বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

বৈঠকে জট খোলার ইঙ্গিত

প্রতিবেদন : আলোচনার মাধ্যমে আইএসএল নিয়ে সমাধান খুঁজতে এআইএফএফ এবং এফএসডিএল-কে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তাই সোমবার দুপুরে বেঙ্গালুরুতে বৈঠকে বসেছিল এফএসডিএল এবং ফেডারেশন। বৈঠক শেষ হওয়ার পর, ফেডারেশনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ মরশুমের আইএসএল দ্রুত শুরু করা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে দুই পক্ষই কিছু পরিকল্পনার বিষয়ে একমত হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার, ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের সামনে এই যৌথ পরিকল্পনা রাখা হবে। তবে যেহেতু এই বিষয়টি আপাতত বিচারাধীন, তাই পরিকল্পনা নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এদিনের আলোচনায় ক্লাব জোটের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না।

মেয়েদের এএফসি-তে জয় লাল-হলুদের

প্রতিবেদন : বিদেশের মাটিতে মশাল জ্বালালেন সঙ্গীতা বাসফোর, ফাজিলা ইকওয়াপুটরা। মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কম্বোডিয়ার ক্লাব ফেনোম পেন ক্রাউন এফসিকে ১-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার কম্বোডিয়ার নম পেনে ন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে লাল-হলুদের জয়সূচক গোলটি করেন উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলা।

বল দখলের লড়াইয়ে সঙ্গীতা।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল। নিজেদের রক্ষণ জমাট রেখে বারবার আক্রমণ শানিয়েছেন সঙ্গীতা, সুরঞ্জনা রাউলরা। ৪২ মিনিটে কম্বোডিয়ান ক্লাবের জালে বল জড়িয়েছিলেন ফাজিলা। যদিও তা বাতিল হয়। বিরতির পরেও লাল-হলুদের মেয়েরা দাপট দেখিয়েছে। পাল্টা আক্রমণ শানাচ্ছিল কম্বোডিয়ান ক্লাবও। যদিও লাল-হলুদের রক্ষণে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঘানার ডিফেন্ডার আবিনা।

অবশেষে ৭০ মিনিটে ফাজিলার গোল। সতীর্থ রাস্টির পাস থেকে বল জালে জড়ান তিনি। এগিয়ে যাওয়ার পর আরও উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শেষ দিকে ফাজিলা একাই গোটা দুয়েক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। নইলে ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত লাল-হলুদ। আগামী ৩১ অগাস্ট এই মাঠেই ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী প্রতিপক্ষ হংকংয়ের ক্লাব কিটচি এফসি।

এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল। বারাকপুর স্টেডিয়ামে বিনো জর্জের দলের প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ।

মাঠে ময়দানে
26 August, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোলারের ছন্দ নষ্ট করতে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলেছি, দাবি শচীনের

টেস্ট ম্যাচ নিংড়ে নেয়, চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেয়

ছেড়ে আসা ফর্ম্যাট নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : টেস্ট ক্রিকেট হল এমন এক ফর্ম্যাট, যা একজন ক্রিকেটারকে মানসিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। সবকিছু যেন নিংড়ে নেয়। কিন্তু সঠিক প্রস্তুতি থাকলে একে সামলে নেওয়া যায়। জানালেন রোহিত শর্মা।

রোহিতের অবসরের বেশিদিন হয়নি। ভারতের ইংল্যান্ড সফরের ঠিক আগে তিনি লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ান। ৩৮ বছরের রোহিত ৬৭ টেস্টে চার হাজারের বেশি রান করেছেন। তবে অবসরের পর এই প্রথম তিনি টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে এত খোলামেলা কথা বললেন। মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক বলেন, টেস্ট ক্রিকেট হল পাঁচ দিনের খেলা। তাই অনেক পরিশ্রম হয়। শরীরের সবকিছু নিংড়ে নেয়। তাছাড়া পাঁচ দিনের এই ফর্ম্যাট ভীষণ চ্যালেঞ্জিংও।

এরপর রোহিত টেস্ট ম্যাচের জন্য যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বিশেষ করে তরুণদের জন্য। তাঁর কথায়, যখন এই খেলাটা শুরু করেছিলাম,, তখন মজা করেই খেলতাম। পরে বয়স-ভিত্তিক ক্রিকেটে এসে সিনিয়রদের সঙ্গে খেলি ও বুঝতে পারি প্রস্তুতি কত গুরুত্বপূর্ণ। যখন বয়স কম থাকে তখন প্রস্তুতি কত জরুরি সেটা বোঝা যায় না। এরসঙ্গে রোহিত এও জানান, টেস্টে ভাল পারফরম্যান্স করার জন্য মানসিকভাবে তরতাজা থাকাও জরুরি। পাঁচ দিনের ক্রিকেটে মনঃসংযোগও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটা টেস্ট ম্যাচের প্রস্তুতির আড়ালে অনেক কিছু থাকে। যাতে দীর্ঘ সময় মাঠে থাকা যায়।

রোহিত নিজেও যে টেস্ট ম্যাচের প্রস্তুতির পিছনে অনেক সময় খরচ করেছেন সেটা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, খেলার আগেই যা করার করে নিতে হয়। কারণ একবার খেলা শুরু হয়ে গেলে তখন শুধু অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন চলে। সামনে যা আসে তার মোকাবিলা করতে হয়। তাই প্রস্তুতিতে অনেক সময় খরচ হয়ে যায়। তবে আমি মনে করি শুধু ক্রিকেট বা আর পাঁচটা খেলাতেই নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

মুম্বইয়ে ভক্তদের সঙ্গে রোহিত। সোমবার।

সঞ্জুর শতরান

কোচি : এশিয়া কাপের আগে চেনা ফর্মে সঞ্জু স্যামসন। কেরল ক্রিকেট লিগে কোচি ব্লু টাইগার্সের হয়ে ঝোড়ো সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি। সঞ্জুদের প্রতিপক্ষ এরিস কোল্লাম সেইলার্স প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩৬ রান তুলেছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, সঞ্জু ৫১ বলে ১২১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দেন। শেষ ওভারে জেতার জন্য কোচিকে ১৭ রান করতে হত। শেষ বলে ছয় মেরে সঞ্জুদের জয় এনে দেন মহম্মদ আশিক। আগের ম্যাচে মাত্র ১৩ রান করেছিলেন। তবে এই ম্যাচে সঞ্জুর সেঞ্চুরি এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় শিবিরকে স্বস্তি দেবে।

শাকিবের নজির

অ্যান্টিগা : টি-২০ ক্রিকেটে নজির গড়লেন শাকিব আল হাসান। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারমুডা ফ্যালকনসের হয়ে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিরুদ্ধে ১১ রানে ৩ উইকেট নেওয়ার পর, ব্যাট হাতে ১৮ বলে ২৫ রান করে ম্যাচের সেরা হন শাকিব। তিনি উইকেট নেওয়ার পর, টি-২০ ক্রিকেটে পাঁচশো উইকেট হল শাকিবের। বিশ্বের পঞ্চম বোলার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। শাকিব প্রথম ক্রিকেটার, যিনি টি-২০-তে পাঁচশো উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৭ হাজার রান করেছেন। এই রেকর্ড আর কারও নেই।

স্পনসর ছাড়াই সূর্যরা খেলবেন এশিয়া কাপে

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : এশিয়া কাপের আর সপ্তাহ দুয়েক বাকি। ভারতীয় দল দিন চারেক আগে দুবাইয়ে পৌঁছে প্রস্তুতি শুরু করে দেবে ঠিক আছে। কিন্তু এবার সূর্য-শুভমনরা খেলবেন স্পনসর ছাড়াই। আগের স্পনসর ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বোর্ডের।

ড্রিম ইলেভেনের পক্ষ থেকে বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা আর ভারতীয় দলের প্রধান স্পনসর থাকবে না। অনলাইন গেমিং নিয়ে পার্লামেন্টে বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরই তারা এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। যার ফলে এটা এখন পরিষ্কার যে এশিয়া কাপে স্পনসর ছাড়াই খেলতে হবে ভারতীয় দলকে। প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর।

এই জার্সি হয়তো আর দেখা যাবে না।

বোর্ড সচিব দেবজিত শাইকিয়া সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, বোর্ডের সঙ্গে ড্রিম ইলেভেনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে অনলাইন গেমিং বিল পাশ হওয়ার পর। এই ধরনের সংস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক যাতে না হয় সেদিকে নজর থাকবে বোর্ডের। বাইজুকে টপকে ২০২৩-এ ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর হয়েছিল এই গেমিং সংস্থা। তবে নির্ধারিত সময়ের আগে চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার জন্য তাদের কোনও পেনাল্টি হবে না। যেহেতু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাদের।

নতুন স্পনসরের খোঁজে বোর্ডকে এবার টেন্ডার ছাড়তে হবে। কিন্তু এত স্বল্প সময়ের মধ্যে গোটা বিষয়টি সেরে ফেলা কঠিন। ফলে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে এশিয়া কাপে সূর্যদের জার্সিতে স্পনসরের নাম থাকছে না।

ভারতকে হারানোর হুমকি রউফের মুখে

দুবাই, ২৫ অগাস্ট : সব কিছু ঠিক থাকলে, আসন্ন এশিয়া কাপে দু'বার মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। দুই প্রতিবেশী দেশ একই গ্রুপে রয়েছে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপের ওই ম্যাচ। এছাড়া ফাইনালেও দেখা হতে পারে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর। পাক পেসার হ্যারিস রউফ আবার আগাম হুঙ্কার দিয়েছেন, দু'বারই ভারতকে হারানোর!

এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পরেই প্রস্তুতি নিতে দুবাই পৌঁছে গিয়েছে পাকিস্তান। সেখানে অনুশীলনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে ম্যাচ খেলে এশিয়া কাপের মহড়া সারছেন পাক ক্রিকেটাররা। তেমনই একটি প্রস্তুতি ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির হয়েছিলেন বেশ কিছু পাক ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁদের মধ্যে একজন রউফকে বলেন, ভারতের সঙ্গে তো দু'বার আমাদের খেলতে হবে। উত্তরে রউফ পাল্টা বলেন, দু'বারই ওদের হারাব। পাক পেসারের এই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য শুনে উল্লাসে ফেটে পড়েন ওই ক্রিকেটপ্রেমীরা।

তবে রউফ যতই হুঙ্কার দিন না কেন, দু'দলের সাম্প্রতিক রেকর্ড কিন্তু ভারতের পক্ষে। এই বছরেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বে দুবাইয়ে পাকিস্তানকে সহজেই হারিয়েছিল ভারত। এছাড়া গত বছরের টি-২০ বিশ্বকাপেও গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান। তারও আগে ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ এবং ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপেও ভারতের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান। অর্থাৎ, শেষ চারটি ম্যাচেই বাজিমাত করেছে ভারত। মজার কথা, কিংবদন্তি পাক পেসার ওয়াসিম আক্রমও এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবদেরই ফেভারিট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ধোনিকে উপরে পাঠিয়েছিলেন শচীনই

বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে মুখ খুললেন ক্রিকেট-ঈশ্বর

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : তাঁর পরামর্শেই ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে যুবরাজ সিংয়ের আগে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। সেই দলের আরেক সদস্য বীরেন্দ্র শেহবাগ ড্রেসিংরুমের সেই গোপন খবর প্রথম বাইরে আনেন। এতদিন বাদে বীরুর দেওয়া সেই খবরেরই সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর।

সোমবার আস্ক মি এনিথিং নামের এক লাইভ অনুষ্ঠানে ভক্তদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শচীন। তাতে এক ভক্ত তাঁর কাছে শেহবাগের মন্তব্যের সত্যতা জানতে চান। শচীন উত্তরে শুধু বীরুর মন্তব্যের সত্যতাই স্বীকার করাননি, এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, দুটো কারণ ছিল এর পিছনে। এক, ডান-বাঁ কম্বিনেশন ব্যবহার করে বিপক্ষের দুই অফস্পিনারের ছন্দ নষ্ট করে দেওয়ার ব্যাপার ছিল। দুই, এক দিক থেকে মুথাইয়া মুরলিধরন তখন বল করছিল। ততদিনে ওর তিন বছর সিএসকেতে ধোনির সঙ্গে আইপিএলে খেলা হয়ে গিয়েছিল। যার অর্থ তিন বছর ধরে ধোনি ওকে নেটে খেলে নিয়েছিল। তাই জানত মুরলিধরন কীভাবে বোলিং করে।

ওয়াংখেড়েতে ধোনির ছক্কা ও বিশ্বকাপ জয়।

শচীনের এই পরামর্শ অনেক কাজে এসেছিল। ধোনি ৯১ নট আউট থেকে ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন। ভক্তরা এরপর শচীনের কাছে তাঁর সবথেকে পছন্দের ইনিংসের কথা জানতে চান। লিটল মাস্টার জবাবে ২০০৮-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে করা ১০৩ রানের কথা বলেন। তাঁর হিসাবে এটা ছিল সবথেকে অর্থবহ ইনিংস। ভারত চতুর্থ ইনিংসে ৩৮৭ রান তাড়া করে শুধু ৬ উইকেটে জেতেনি, কেভিন পিটারসেনের দলের বিরুদ্ধে সিরিজেরও দখল নিয়েছিল।